প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

বৈশাখ ১৩৬৪

মুদ্রক : পরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী (প্রাঃ) লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

সাম্প্রতিককালের নবনাট্যআন্দোলনের আওয়াজ ওঠবার অনেক বছর আগে, ১৯২৫—৩৫ সালে, কলকাতার কয়েকটি অপেশাদার নাট্য-সংস্থা সাধারণ-মঞ্চে অভিনীত নাটকের নকলি-অভিনয় পরিহার করে নতুন লেখা নতুনতর নাটক নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তার মাধ্যমেই আজকের নবনাট্য-আন্দোলনের জমি তৈরী হয়েছিল,একথা বোধ করি আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়। সেই সময় শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট,আনন্দ পরিষদ, প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদ, বঙ্কিমশরৎ-সমিতি, সবুজ সঙ্ঘ, আনন্দ মন্দির প্রভৃতি কয়েকটি প্রগতিশীল নাট্য-প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা ৺ অনিল ভট্টাচার্যের 'অকল্যাণীয়া', ৺ শৈলেন্দ্রকুমার মিত্রের 'সৃষ্টির সুর' বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তনু অতনু', 'দেহ যমুনা,' 'এই কি লেটেস্ট', সুবোধ মজুমদারের 'শুভযাত্রা', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন', 'পণ্ডিতমশাই', 'বিপ্রদাস', 'বামুনের মেয়ে', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শশিনাথ' প্রভৃতি মৌলিক নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় করে,নবনাট্যআন্দোলনের সোচ্চার ঘোষণা না জানিয়েও, নাট্যামোদী সুধীজনের কাছে এই তথ্য পেশ করেছিলেন যে গতানুগতিকভাবে পেশাদার-মঞ্চের অনুসরণ না করে নতুনতর নাটকের ও সেইসঙ্গে অন্য ধরনের অভিনয়ও করা যেতে পারে, শুধু তাই নয়, দিন আগত ঐ, নবনাট্যআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন যুগ সমাগত প্রায়।

এই প্রসঙ্গে সেই সময়কার একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিকের ১৯৩১ সালের ২২শে জানুয়ারীর সংখ্যায় লেখা হয়েছিল :

"ভাল নাটকের একান্ত অভাব—এই কথাটা আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। সত্যিই যে ভাল নাটকের অভাব একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভাল নাটক সংগ্রহের চেষ্টাও তো কোন নাট্যসম্প্রদায়কেই

খাতা খুলে পড়তে সুরু করলাম। জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তিমাভা ঘরে মধ্যে এসে পড়েছে। চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা। গৌরীশৃঙ্গের মতো অভ্রভেদী শুভ্র মহিমায় আমার সামনে বসে সেই মহিমময় বিরাট পুরুষ নিঃশব্দে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার পাঠ শুনছেন। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ধীরে ধীরে সমগ্র নাটকটি পড়লাম। এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগল। পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইলাম। মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন—'গেঁথেছো ভালই'। কথাটি দু'বার উচ্চারণ করলেন। তারপর নাটকের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপত্তি জানালেন। নাটকের শেষে আমি কুমুর দাদা বিপ্রদাসের মৃত্যুদৃশ্যের সৃষ্টি করেছিলাম। বললেন— "বিপ্রদাসের মরা চলবে না। তাকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিয়ে আমি আবার লিখবো।' তারপর যোগাযোগের অন্তর্নিহিত মর্মকথা নিয়ে আলোচনা করলেন। অবশেষে বললেন—'ভেবেছিলাম, এই বইএর নাট্যরূপ হয় না। এখন দেখছি হয়।'

এই দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। তাঁর বইএর ওপর আমার লেখনীচালনা তাঁকে অখুসী করেনি, এর চেয়ে অধিক গৌরব আমার আর কি হতে পারে।"

কয়েকদিন পরেই আনন্দ মন্দিরের সভ্যরা বিশিষ্ট দর্শক ও সমালোচকদের সামনে সেই নাট্যরূপের অভিনয় করেছিলেন।

সেই যুগে কয়েকটি নাট্যসংস্থার প্রচেষ্টা যে সমালোচক ও সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা জানাবার জন্যেই কিছু ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করতে হল।

সেই সময়েই আমার মনে হয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের এই নাট্যসৃষ্টিকে যদি কালোপযোগী করে নবনাট্যরূপে গ্রথিত করা যায় তাহলে তা একটি আধুনিকযুগের অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক হতে পারে। গিরিশচন্দ্রের এই

নাটকের আবেদন সর্বকালের, এর পাত্রপাত্রীরা আমাদেরই ঘরের আশেপাশের লোক, এর বেদনা যেন আজকের যুগেই অধিকতর মর্মস্পর্শী, এই নাটকের বিষয়বস্তু ধার করা নয়, আমাদের সমাজের নাড়ীর সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগ।

বলা প্রয়োজন, এই নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের মৌল বক্তব্যের এতটুকুও বিচ্যুতি কোথাও ঘটে নি। অবশ্য, কুড়ি-দৃশ্য-সম্বলিত-পাঁচ-অঙ্কের নাটকটিকে তিন অঙ্কে ন'টি দৃশ্যে সাজাতে এবং তার নাট্যপ্রবাহকে আগাগোড়া গতিশীল রাখতে, ঘটনা ও দৃশ্য সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় হেরফের যোগ-বিয়োগ এবং সম্পাদনা করতে হয়েছে। নাটকের উপসংহারে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নাট্যসংঘাতের চরম পরিণতির দিক থেকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছি। একাধিক আদর্শ-বাদী মহামানবের জীবনে এমনি পরিণতি ঘটতে দেখা গেছে—তাতে করে যে আদর্শ তাঁরা প্রচার করে গেছেন তার দীপ্তি কালাতিক্রমণে নিষ্প্রভ হয়নি বরং অধিকতর দীপ্যমান হয়েছে—আত্মবিলুপ্তির মধ্যে দিয়েই তাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন। এই নাটকের মুখ্যচরিত্র কালীকিঙ্কর বসুর মাধ্যমে সেই কথাই আর-একবার বলা হয়েছে।

'যোগাযোগ' নাটকেও এমনি পরিবর্তন সাধন করেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে সেই নাট্যরূপের অভিনয় করেছিলাম। মনে করি, এই নাটকের শেষ পরিবর্তনটুকুও গিরিশচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টিকে ক্ষুণ্ণ করেনি।

পরিশেষে, এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গিরিশচন্দ্র নিজের লেখা নাটকে নিজেই ছিলেন প্রযোজক ও পরিচালক। তাই তাঁর নাটকে নাট্যনির্দেশের বাহুল্য নেই। যে নাট্যসংস্থা এই নাটক অভিনয় করবেন তার নাট্য-পরিচালকের কল্পনাশক্তি সদ্ব্যবহার করবার অবাধ সুযোগ আছে। বস্তুত তাঁর দায়িত্বই

সবচেয়ে বেশি। এই নাটকের প্রায় প্রত্যেকটি ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের টাইপচরিত্রসৃষ্টির চরমোৎকৃষ্ট নিদর্শন। অভিনয়কালে অ্যাক্‌শনের সুযোগ আছে প্রতি পদক্ষেপে। অযথা দৃশ্যান্তর ঘটিয়ে নাটকের গতি শ্লথ না করে, অনেক ক্ষেত্রে একটি নাট্যাংশের শেষে, আলো নিবিয়ে কালক্ষেপ জানানো হয়েছে। সেই সুযোগে আলোকসম্পাতে বৈচিত্র সাধন করবার অবকাশ আছে—একটি দৃশ্যের অন্তর্গত পরপর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে আলোকশিল্পী বিষয়বস্তুর মেজাজ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার আলোক-সম্পাতের দ্বারা আলোকিত করতে পারবেন। গিরিশচন্দ্র-রচিত মূল নাটকের যে গানটি এই নবনাট্যরূপের দ্বিতীয় দৃশ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অভিনয়ে তা অপরিহার্য নয়।

অ. ম.

পাত্র-পাত্রী-পরিচয়

কালীকিঙ্কর বসু	...	বারাকপুর-নিবাসী প্রবীণ বিজ্ঞানসাধক
মাধব	...	কালীকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র
যাদব	...	,, ,,
হলধর	...	,, ভাগিনেয়
শান্তিরাম	...	,, ভৃত্য
সাতকড়ি চাটুয্যে	...	,, প্রতিবেশী
গণপতি	...	গণককার
কৃষ্ণধন	...	এটর্নি
সিদ্ধেশ্বর	...	এটর্নি
টি, রে	...	ব্যারিষ্টার
ডি	...	ডাক্তার
গুঁই	...	ডাক্তার
দীননাথ	...	সাব-ইনসপেকটার
অন্নপূর্ণা	...	কালীকিঙ্করের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ
বিন্দু	...	বৈষ্ণবী
রঙ্গিণী	...	বিন্দুর কন্যা

রচনাকাল

বাংলা ১৩০৪

ইংরাজী ১৮৯৭

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বারাকপুরে বিজ্ঞান-সাধক কালীকিঙ্কর বসুর বহির্বাটি। সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ। দরদালানের নীচে কয়েকটা টবে নানাজাতীয় পাতা-বাহার গাছ। সুমুখের দিকে গেটের পাশে দুধারে বসিবার জন্ম বেঞ্চি পাতা।

বাড়ির ভিতর হইতে কালীকিঙ্করবাবুর দুই ভাইপো মাধব ও যাদব ঝগড়া করিতে করিতে প্রবেশ করিল। দুইজনেই মহা উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ।]

মাধব। I say, shut up যেদো।

যাদব। You hold your tongue।

মাধব। ফের যদি মুখের ওপর কথা বলবি তো ঘুসি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব।

যাদব। ঘুসি মারবে? এসো না দেখি। (আস্তিন গুটাইল)

মাধব। আমি বলছি, মিঃ মুখার্জি বলেছেন, বাঙালীর পলিটিকাল এডুকেশন কোন কালে হবে না।

যাদব। আমি বলছি, ইউ আর রঙ্। মিঃ মুখার্জি বলেন নি। মিঃ ডি বলেছেন।

মাধব। আলবৎ মিঃ মুখার্জি বলেছেন।

যাদব। আলবৎ না। মিঃ ডি বলেছেন।

মাধব। ফের মুখে মুখে তর্ক!

যাদব। আলবৎ তর্ক করব। জানো শোন না, বাজে কথা বলতে আসো।

মাধব। আমি বাজে কথা বলছি? গাধা কোথাকার।

যাদব। মুখ সামলে কথা কও। আমি নেহাৎ স্টুপিড তাই তোমায় দাদা বলে মান্য করি। নইলে তুমি কিসের দাদা। এক বছরের ছোট বড় আবার দাদা কিসের। আমি এখনো maintain করব, মিঃ ডি বলেছেন। তুমি কিছু জানো না, তুমি…

মাধব। (চিৎকার করিয়া) চোপরাও যেদো।

যাদব। (আরও জোরে) চোপরাও মেধো!

মাধব। তবে রে ইডিয়ট। (আগাইয়া গেল)

যাদব। (সমান তালে) কাম্ অন।

(দুইজনেই মারমুখী। তারপর হঠাৎ দুইজনেই থমকিয়া গেল)

মাধব। যা, তোর সঙ্গে আর কথা বলব না।

যাদব। বয়েই গেল। আমিও বলব না।

[দুইজনের দুই দিকে প্রস্থান।

(ভিতর হইতে কালীকিঙ্করের ভাগিনেয় হলধর
ও ভৃত্য শান্তিরামের প্রবেশ)

হল। দুই দাদার কাণ্ডটা দেখলি শান্তে!

শান্তি। হঃ। দ্যাখলাম তো।

হল। আজকাল প্রায়ই এই রকম চলছে। এই দুই গুণধর ভাইপো শেষ পর্যন্ত মামাকে পাগল করে ছাড়বে।।

শান্তি। হঃ। সেই রকমই হালচাল বটে। (নেপথ্যে চাহিয়া) খোকাবাবু, ওই দেখ কে আসতিছে! আজ বাজার যাতিছ, ব্যাটার মুখ দ্যাখলে হাঁড়ি ফাটে, ভাবতিছ ভাল মাছ পাবা, আঁসটাও পাবানা।

হল। কেরে, চাটুয্যে বুঝি? দাঁড়া আজ ওর কিছু খরচ করাই।

শান্তি। ও তেমন ঠাকুর পাইছ! ওর হাতি জল গল্‌বে না, ও মারে খাতি দেয় না।

হল। ঠ্যাখনা বেটা! এই যে চাটুয্যে মশাই! প্রণাম।

(সাতকড়ি চাটুয্যের প্রবেশ)

সাত। কল্যাণ হোক। কল্যাণ হোক।

হল। কোথায় চলেছেন?

সাত। আর দাদা, সকাল থেকে ঘুরছি, গিন্নীর আজ সাত দিন জ্বর, ভোরে উঠে ডাক্তারের বাড়ী ছুটেছিলুম, আবার এখন ওষুধ আনতে ছুটেছি। তুমি কোথায়? ভায়ারা বাজারে পাঠিয়েছেন বুঝি, তা বেশ করেছেন, বাজার-সরকারের মাইনেটা বাঁচিয়েছেন।

হল। না ঠাকুরদা, আজ বড় বিপদে পড়েছি।

সাত। কি? কি? বিপদ কিসের?

হল। ঐ নেতা ছুতোর ব্যাটাকে কুড়িটা টাকা ধার দিয়েছিলুম, ব্যাটা আজ ছ'মাস ভাঁড়াভাঁড়ি করছে, দিতে চায় না, তাই ভাবছি, ব্যাটার নামে ছোট আদালতে নালিস করে দেবো।

সাত। আমি জানি, ও নেতা ব্যাটা ভারি পাজী, তা চল চল, আমি সমন বার করে দিইগে।

হল। আপনি আবার অত কষ্ট করবেন?

সাত। না না, ছেলেমানুষ তুমি, অত বোঝনা, তুমি সমন বার করতে পারবে না। ও নেতা ব্যাটা ভারি পাজী, টাকাগুলো ফাঁকি দেবে।

হল। তবে একটু পরে আসুন। আমি বাজারটা করে দিয়ে যাই।

সাত। ঐ শাস্তে করবে এখন, শাস্তে করবে এখন। তুমি আমার সঙ্গে চল।

হল। না ঠাকুরদা, কে আবার বকুনি খাবে বল? সের চার মাংস নিতে হবে। পয়সা কিছু কম আছে। মাংসওলা আমাকে বাকি দেবে। কিন্তু শাস্তেকে তো দেবে না।

সাত। কত কম পড়েছে?

হল। তা দুটাকার মত হবে।

সাত। দাঁড়াও। আমি এনে দিচ্ছি। শাস্তে বাজার করুক। তুমি চল আমার সঙ্গে। সমনটা আজই বার করে দিই। [প্রস্থান।

শান্তি। হ্যাদে খোকাবাবু, এ বামুনডা খ্যাপছে না কি ?

হল। খেপবে কেন, আমি নেতা ছুতোরের নামে নালিস করবো যে।

শান্তি। তা করবা, করবা, তাতে ওনার কি ?

হল। তুই ব্যাটা অ্যাদ্দিন এখানে আছিস, চাটুয্যে মশাইকে চিনলিনে ? পাছে আমি নালিশ না করি, তাই স্ত্রীর ওষুধ আনা ফেলে, গেঁটের পয়সা খরচ করে বাজার করে দিয়ে আমার সঙ্গে যাবে।

শান্তি। তা তুমি কি ছুতোরডার নামে সত্যি নালিস করবা ?

হল। আঃ, দূর ব্যাটা, আমি কি সত্যি টাকা পাই যে নালিস করবো ?

শান্তি। তবে কি বল্‌তিছ ?

হল। আমি ওকে ঘোরাচ্ছি, ও মোকদ্দমা বাদিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।

শান্তি। ওঃ। এখন বোঝলাম, কাণে জল দে জল বার করবার চায়। মোকদ্দমা বেদিয়ে কিছু হাত করবা, না ?

হল। ওরে না, বুঝতে পারিসনে, কিছু পাক আর না পাক, মোকদ্দমা বাদাতে পারলেই ওর আমোদ, তাতে বরং ঘর থেকে খরচা দিতে রাজী।

শান্তি। ওঃ। মান্‌ষির ভাল গ্যাখবার পারে না, বোঝলাম বোঝলাম।

হল। চুপ, ঐ আসছে।

(সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

সাত। এই নে শাস্তে, চল দাদা। (শান্তিরামকে টাকা দিল)

হল । ঠাকুরদা, আজ আর যাওয়া হলোনা ।

সাত । সে কি দাদা, টাকা কটা জলে দেবে ?

হল । এদিকে বাড়ীতে মহা বিপদ ! মামাবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, ছোট্‌দাতে মেজদাতে ভারি ঝগড়া, ঘুষোঘুষি পর্যন্ত হয়ে গেছে ।

শান্তি । হ্যাদে খোকাবাবু, এতটা মিছে শিখলে কন্‌থে ?

সাত । মিছে কথা,—না ? ঠাট্টা করছ ! দু'ভায়ে গলাগলি ভাব !

হল । মিছে কথা ?—শান্তে ঠিক বল, ছোটদাতে মেজদাতে ঝগড়া হয়েছে কিনা ঠিক বল ?

শান্তি । হঃ, বকাবকি হইছিল । তা ঘর করতি কার ঘরে না হয় ।

হল । দু'জনে পৃথক হতে চেয়েছে কিনা বল্ ?

শান্তি । ও গোস্মা করে বলছিল ।

সাত । সত্যি ? (উল্লসিত)

শান্তি । হঃ ।

হল । তাহলে চল ঠাকুরদা, আগে সমনটা বার করে দেবে চল ।

সাত । দেখ দাদা, আমার ভারী একটা জরুরী কাজ আছে, আমি ভুলে গেছি, আজ থাক, কাল তোমার সমন বার করে দেব, আমি চললুম । [প্রস্থান ।

শান্তি । অমন করে খিচে রড় দিলে কনে ?

হল । উকিলের বাড়ী ছুটলো বোধ হয়, পাছে দু'ভায়ে ভাব হয়ে যায়, পৃথক না হয়, তাই ওস্‌কাতে গেল, যাতে মামলা বেধে যায় । বোধ হয় মেজদাকেই বেশি ফোসলাবে । মেজদার সঙ্গেই ওর বেশি ভাব ।

শান্তি । খোকাবাবু, ও বামুনডা ঘর ভাঙ্‌বে । ও ব্যাটা কলির চেলা । তুমি আবার খবর দিতে গেলে ! কেজিয়াটা ভারি রকম হইছে । কি জানি, কি করতি কি হয়, ভাগ বখরা হয়ে না ছন্নছাড়া হয় ।

হল। দূর ব্যাটা, ছোটমামা মাথার ওপর রয়েছেন না। চ, বাজার যাই। দেরী হয়ে গেল। [উভয়ের প্রস্থান।

মঞ্চের আলো নিবিয়া এক মিনিট পরে আবার জ্বলিল।

(এটর্নি কৃষ্ণধন বসু ও সাতকড়ি চাটুয্যের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আপনি পাগল, ওর খুড়ো রয়েছে, বিবাদ কি হবে, আর হয়ও যদি, ঘরোয়া পার্টিশন হবে, খুড়ই করে দেবে, যদি পায়, ইঞ্জিনিয়ারে কিছু পাবে।

সাত। আরে মশাই দেখুন না, চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি আছে। আপনাকে আর অধিক কি শেখাব,—বাপ ব্যাটায় বাদ্‌ছে, মায় ব্যাটায় বাদ্‌ছে। যাদববাবু, ওঁর বাপ থাক্‌তে বেহ্মজ্ঞানী হতে গেছলো, তাতে বুড়ো রেগে বলেছিল যে ত্যাজ্যপুত্র করবো। এই সূত্রে যদি কিছু করতে পারেন দেখুন না! উকীলের বুদ্ধি কুমোরের চাক, যত ঘুরুবেন ততই ঘুরবে।

কৃষ্ণ। ওর বাপ উইল করে যায় নি?

সাত। কোথায় কি! যাকে যা দেবার, ভাইকে মুখে বলে গেছলেন। আর একটা এর ভিতর সূক্ষ্ম আছে, আপনি আইনের সঙ্গে ঐক্য করে দেখুন। ওর বড় ভাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়েছিল, ছোট তখন নাবালক।

কৃষ্ণ। ওদের খুড়ো কালীকিঙ্করবাবুর বিষয় নেই?

সাত। থাকবেনা কেন, রোজগারপাতি যা করেছিলেন, বড় ভাইকেই দিয়েছিলেন। বে-থাও নেই, ছেলেপুলে নেই, সেটা একটা খ্যাপা পাগলের মধ্যে, বই-এ মুখ দিয়েই পড়ে থাকে। লোকে বিদ্বান বিদ্বান করে, আমি তো দেখি একটা মহা উল্লুক; মানুষের মধ্যেই ধরি না।

কৃষ্ণ। আপনার হেড বড় ক্লিয়ার দেখছি, যদি বোঝাতে পারা যায়, কেস্ চলতে পারে।

সাত। আপনি একেবারেই হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কথায় বলে "ডুবু ডুবু না তো ডুবে ডুবে বা"।

কৃষ্ণ। আপনি কি করেন, মোক্তারী না ল ব্রোকারী?

সাত। না না, ওসব কিছু না। একটু তেজারতি কারবার আছে। আর এই আপনাদের পাঁচজনের কাজকর্ম করে বেড়াই। শুধু বাড়ীতে পড়ে ঘুমিয়ে আর কি করবো, আদালতটা-আশটা ঘুরে বেড়াই।

কৃষ্ণ। তাতে আপনার লাভ?

সাত। এই আপনাদের দশজনের সঙ্গে আলাপ হয়, উৎসাহ থাকে, নৈলে মনমরা হয়ে ঘরে পড়ে থাকতে হয়। এই মনমরা হয়ে স্ত্রীর ওষুধ আনতে যাচ্ছিলুম, পথে এই বিবাদের কথাটা শুনলুম, তাই আমোদ করে আপনাদের পাঁচজনের দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি মশাই আমুদে মানুষ, টাকা যত হ'ক আর না হ'ক, আমার আমোদ হলেই হলো।

কৃষ্ণ। আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিস্‌চিফ্ ফর মিস্‌চিফ্‌স্ সেক (mischief for mischief's sake)। আপনার জোড়া নেই; উই আর ফ্রেণ্ডস্, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।

(মাধবের প্রবেশ)

এই যে গুড্ মর্‌নিং মাধববাবু।

মাধব। গুড মর্‌নিং।

সাত। আসতে আজ্ঞা হয়, মেজোবাবু, আসতে আজ্ঞা হয়। আমি শুনে অবধি আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনে, তাই ছুটে এটর্নি বাবুকে ডেকে এনে আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলুম। উনি আপনাদের উভয়ের বন্ধু, একটা ঝগড়া করে কি শেষে বিষয়টা বরবাদ দেবেন! তা

আপনারা কথাবার্তা ক'ন, আমি চট্ করে স্নানটা করে নিই, সকাল থেকে ভাবনায় মুখে জল দিইনি।

কৃষ্ণ। না না আপনি বসুন। (সকলের বেঞ্চিতে উপবেশন) (মাধবকে লক্ষ্য করিয়া চটুয্যেকে দেখাইয়া) ইনি বড় চমৎকার লোক, আপনাদের ফ্যামিলির পরম বন্ধু। কিন্তু কি ব্যাপারটা কি?

মাধব। যেদো বোঝেনা সোঝেনা, মিছে তর্ক করবে।

সাত। হক কথা বলতে হবে, মেজোবাবুর বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, তাই অ্যাদ্দিন ঘরটা বজায় আছে; অন্য ভাই হলে বিষয়ের বখরা দিতে চাইতো না, ছোটবাবুর তো গুণে ঘাট নেই, ব্রহ্মজ্ঞানী হতে গেছলেন, তাই কর্তা রেগে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

কৃষ্ণ। ঠিক বলেছেন, আমার কাছে এমনি একটা কেস্ এসেছিল। তারাও দু'ভাই, ছোট ব্রাহ্ম হতে যায়, তাতে তার বাপ ত্যজ্যপুত্র করে; যদিও উইল করে যায়নি যে ত্যজ্যপুত্র; উইল নাহলেও, কোর্ট ত্যজ্যপুত্র প্রমাণ বলে ডিক্রি দিলে।

মাধব। ছোটকাকা যে মিটিয়ে দিলেন, তা নইলে বাবা তো যেদোকে ত্যজ্যপুত্র করেই ছিলেন।

সাত। আমার জানা সেদিন এমন একটা কেস হয়ে ছিয়েছে, তারাও দুই ভাই, এক ভাইকে বাপ ত্যজ্যপুত্র করে; খুড়ো সাক্ষী দেয় যে বাপ রেগে একবার বলেছিলেন মাত্র, ত্যজ্যপুত্র করেন নি, বিষয় দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু খুড়ো পাগল প্রমাণ হলো, খুড়োর সাক্ষী মঞ্জুর হলোনা। যার সেটা পাগলও ছিল বটে, ডাক্তারী শিখেছিল, বলতো ইলেক্‌ট্রিকিতে মানুষ বাঁচাব; আরে এও কখনও হয়! আর এর সাক্ষী কি জজে নেয়!

কৃষ্ণ। আপনার ফাদার যদি ত্যজ্যপুত্র করে থাকেন, তাহলে আপনি বিষয়ের শেয়ার দিতে বাউণ্ড ন'ন; তবে আমি বলি, ঝগড়াটা না করে যেমন আছেন তেমনি থাকাই ভাল।

মাধব। না যেমন আছি তেমনি থাকা আর চলছে না, পার্টিশন করবো।

কৃষ্ণ। না না আদালতে যাবেন না, আপনি সরল লোক, মকর্দমা করবার লোক অন্য রকম; তারা করতো কি জানেন, ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে খুড়োকে পাগল করে দিত, নয় খাবারের সঙ্গে বিষ দিত, নয় টাকা দিয়ে বাই আপ্ করে নিত।

সাত। যিস্‌কা হাতমে দৈ, উস্কা হাতমে সব কৈ। যা বলেছেন, টাকায় কি না হয়, সাক্ষীও হয়, ত্যজ্যপুত্র করা দলিলও বেরোয়, খুড়োও পাগল হয়! আর এঁর খুড়ো তো পাগলই, রাত দিন কি করেন জানেন, চেষ্টা করছেন আলো জালাবেন না, রাত্রে সূর্যির আলো ধরে রাখবেন, সূর্যির তাতে ভাত রাঁধবেন, এমনি আলো তৈরি করবেন যে, ঘরে বসে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দেখবেন, শূন্যে জাহাজ চালাবেন, পাগল আর কাকে বলে বলুন। যাক। আমি এখন চললুম। অনেক বেলা হল। আপনি উকিলবাবু, মাধববাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলুন। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লোকটা একটা জুয়েল।

মাধব। কৃষ্ণধনবাবু, আমি মেটাবোনা, আপনি আমার কেস হাতে নিন, যা করতে হয় করুন, আমি আর কিছু জানিনে, কিন্তু মেটাবোনা।

কৃষ্ণ। দেখুন, দু'রকম উপায় আছে, এক সিম্প্‌ল্ পার্টিশন, আর এক ত্যজ্যপুত্র প্রমাণ। আপনি ঐ চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আমি যা শুনলুম, তাতে আমার বোধ হচ্ছে, আপনার খুড়োর মনোম্যানিয়া আছে। আমার ফ্রেণ্ড ডাক্তার গুঁই, তাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার খুড়োর সম্বন্ধে একটা ওপিনিয়ন নিন, আর যখন আপনার বাপ একবার রেগেছিলেন, হয়তো কাগজপত্র খুঁজলে ত্যজ্যপুত্র সম্বন্ধে আপনার বাপের হাতের একটা লেখাও পেতে পারেন। চাটুয্যের সঙ্গে

পরামর্শ করুন, ও আপনাদের ইঞ্চ ফ্রেণ্ড্। তাড়াতাড়ির কাজ নয়। নাউ গুড্ ডে।

মাধব। মশাই, ভুলবেন না, ডাক্তার গুঁইকে পাঠিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণ। অল রাইট্। [প্রস্থান।

মাধব। আমার হেড পাজল হয়ে যাচ্ছে, সব কথা বুঝতে পারলুম না,—কি বল্লে, ডাক্তার পাগল করে দেবে! একি হয়, না না বাপরে, খুন! বাবা ত্যজ্যপুত্র লিখে গেছেন কি! কৈ না। কাগজ খুঁজতে বললে কি! না না পারবো না, জাল, খুন, সর্বনেশে কথা, কে করবে, ঐ চাটুয্যে করে করুক। কিন্তু যেদোকে পথে দাঁড় করাতে পারি তবে গায়ের জালা যায়। যাই চাটুয্যেকে ডাকতে পাঠাইগে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

॥ প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ ॥

অন্নপূর্ণা ও বিন্দুবৈষ্ণবী

বিন্দুর গান

গহনে স্বজনি বাঁশরী-ধ্বনি ব্যাকুল ঘন বোলে।
এস ত্বরাতরি ডাকিছে বাঁশরী, করুণ রোল দোলে॥ (স্বজনি)
ধারা নয়নে, ভ্রমে বনে বনে, পথপানে চাহে সই,
নাজানি কেমনে আছি সে বিহনে, সে জানে না আমা বই ;
রব গৃহ-কাজে, আর কি লো সাজে; বেদনা কতই সবে,
সে কত সেধেছে, সে কত কেঁদেছে, যতন করেছি কবে ;
রব না রব না, বেদনা দেব না, ছি ছি আছি তারে ভুলে।
সখি, মম আশে অকূলে সে ভাসে, কেন আর রব কূলে॥

(গানের শেষে হলধরের প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। এই যে ঠাকুরপো। বলি, হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল এমনি বাউণ্ডুলেগিরি করে বেড়াবে?

বিন্দু। কেন বৌ-ঠাকরুণ, তোমার দেওর যে অনেক বিদ্যে শিখেছে; তুবড়ীওলাদের সঙ্গে বাণ খেলে, আমায় ডাইনীর মন্ত্র দিতে আসে; একটা বৈরিগীকে তোমাদের খিড়কীর পুকুরে দশরথ করে রেখেছে, আমায় বলে বৈষ্ণব করবি!

অন্ন। হ্যাঁরে, তুই বাণ খেলিস? ঐ করে কোন্ দিন মরবি, তার ঠিক নেই। লেখাপড়া শিখলিনে, একটা কাজকর্ম কর। ধর, মামা যদি কিছু দিয়েই যায়, তাও তো রাখতে পারবি নি।

হল। বৌদিদি, তুমি আর বলনা, আমার ভারি আক্কেল জন্মেছে। তুমি ছোটমামাবাবুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি একটা কারবার করব।

অন্ন। কি কারবার করবি, শুনি।

হল। চালের কারবার। এই পুর্ণিমা না হয় প্রতিপদের দিন চাল আনতে যাব। যা দিনকাল পড়েছে, চালের ব্যবসা করলেই ফেঁপে উঠব। মামাবাবু কাল ডুর্পিন ক'সে দেখিয়েছে, বিস্তর চাল জন্মেছে।

অন্ন। ডুরপিন কসে দেখিয়েছে কিরে!

হল। সে তুমি বুঝতে পারবে না, সায়েন্স না জানলে বোঝা যায় না।

অন্ন। তা কোথা যাবি?

হল। চাঁদে। সেখানে এ বছর ভারি ফসল হয়েছে।

অন্ন। চাঁদ-সহর, সে আবার কোথারে?

হল। আকাশে চাঁদ ওঠে দেখতে পাওনা?

অন্ন। বষ্টুমিদিদি, কালামুখোর কথা শুনলে?

হল। আচ্ছা বিশ্বাস করছো না, যখন উঠোনে টিপ্ টিপ্ করে চালের বস্তা ফেলতে থাকবো, তখন টের পাবে।

বিন্দু। খোকাবাবু, আমায় নিয়ে যাবে গো ?

হল। তুই হাউই চড়তে পারবি ?

বিন্দু। হাউই কি গো ?

হল। হাউইবাজী, হাউইবাজী জানিস্‌নে ? ছোটমামাবাবু হাউই তৈরি করেছেন, মস্ত হাউই তৈরি করেছেন। হাউয়ের মুখে বসবো, ছোটমামাবাবু পলতের মুখে আগুণ দেবেন, আর সোঁ করে গিয়ে চাঁদে উঠবো।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, ছোটকর্তাবাবুর কথাগুলো সত্যি আজকাল যেন কেমন কেমন হয়েছে।

অন্ন। আমিও শুনেছি বষ্টুমিদিদি। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবু সত্যি এসব বলেন না কি ?

হল। তুমি মনে করছো মিছে কথা না কি ? বিজ্ঞান পড় বিজ্ঞান পড়। ছোটমামাবাবু আর আলো জ্বালাবেন না ; দু'বোতল রদ্দুরের নমূনো লাটসাহেবের কাছে পাঠিয়েছেন, লাটসাহেব লাইসেন্স দিলেই দেখবে রাত্তিরে আর আলো জ্বলবে না, সূর্যির আলোয় বাড়ী আলো হবে।

অন্ন। শুনছো বষ্টুমিদিদি ! হ্যাঁ খোকাঠাকুর-পো, কাকাকবাবুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

হল। বিজ্ঞান পড়, বিজ্ঞান পড়। রেলের গাড়ী উঠে যাবে, আলোয় চড়ে লোক কাশী যাবে।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, তোমার কি আর কাজ নেই গা, বসে বসে এই আইবুড়ো কার্তিকের আজগুবি কথা শুনছো ?

অন্ন। বষ্টুমিদিদি, তুমি জাননা, শুনতে পাই কাকাবাবু আজকাল অমনি আবোলতাবোল বলেন। আমার মা ছিল না, বাপ ছিল না, ভাই ছিল না, ছ'বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছি ; কাকাবাবু কোলে

ক'রে মানুষ করেছেন। আমার এই দশা হতে কাকাবাবু তিন দিন মুখে অন্ন দেন নি! ভাইপোদের অন্ত প্রাণ, ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে পর্যন্ত করেননি।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, তুমি অত ভাবছো কেন? রঙ্গি বলে, ছোটকর্তা দেবতা। তা উনি দেবতাই বটে। তুমি ওঁর জন্যে ভেব না; কারুর কথা শুনে যেন লুকিয়ে ওষুধপালা করে বোস না; কি হয় না হয়, আমরা মেয়েমানুষ, কি জানি বল!

অন্ন। তুমি ভাই একটু দাঁড়াও, বামুনঠাকুর রান্না চড়িয়েছে, আমি একটু দেখে আসি। চাটুয্যে ঠাকুরদাদা একজন গণককার আনবেন বলে গেছেন, তাঁরা যদি আসেন, তুমি তাঁদের আসন পেতে বসিও, আমি এলুম বলে।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ! তোমাদের খেয়ে আমরা মানুষ, আমার একটা কথা শোন, জোড়হাত করে বলছি, চাটুয্যে ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, ওঁর কথা শুনে যেন হঠাৎ কিছু করে বসো না, আমি জানি, ও বামুন বড় মিথ্যে কথা কয়।

অন্ন। তুমি ভেবো না বষ্টুমিদিদি। সেসব কিছু নয়।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। বিন্দি, তুই চাটুয্যেকে ঠিক চিনেছিস, ঐ চাটুয্যে তোকে পাহারালা ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় ফিরছে।

বিন্দু। তা তুমি ঠাট্টাই কর আর যাই কর, ও বামুন সব পারে।

হল। ঠাট্টা করছি না, শোন্‌না; এই আকাল পড়েছে কিনা, চারদিকে চুরিডাকাতি হচ্ছে, চাটুয্যে গিয়ে থানার জমাদারকে খবর দিয়েছে কি জানিস, যত চোরের আড্ডা তোর ঘরে। পুলিশ তো একে পায় আরে চায়, তারা তক্কে তক্কে ফিরছে; ও একদিন একখানা গয়না তোর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে এসে তোকে ধরিয়ে দেবে। আমি কি জানতুম, জমাদার আমায় বল্লে।

বিন্দু। ও তা পারে।

হল। তুই ওকে জব্দ করতে পারিস? এক ফিকির তোকে বলে দি শোন, আজকালের ভেতর ও তোকে কিছু বলবে, তোর সঙ্গে ভাব না করলে তো তোর বাড়ী সেঁধুতে পারবে না। ও যা বলে তাইতেই তুই রাজী হ'স; যে দিন ও তোর বাড়ী যেতে চাইবে, সে দিন তোর মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ী থাকিস; আমি আমাদের দরওয়ান টরওয়ান নিয়ে গিয়ে তোদের বাড়ী থাকবো, আর ও সেঁধুলেই চোর বলে ধরবো।

বিন্দু। না খোকাবাবু, বামুনের মুন্নিতে পড়তে হবে।

হল। আ'মর! আমি না কি সত্যি পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছি! একটু জব্দ করে দেব, যাতে আর অমন কাজ না করে। চুপ, ঐ আসছে।

(গণপতি ভট্টাচার্য ও সাতকড়ির প্রবেশ)

গণ। মশাই বিবেক করুন, আমাদের পাঁচপুরুষ এই জ্যোতিষের কাজ; গণনা-বিদ্যা, বিবেক করুন গে, আমাদের বাড়ীতেই আছে।

সাত। ভট্‌চাজ্, তা আমি কি আর জানিনে, আমায় পরিচয় দিচ্ছ তুমি, তা নইলে কি এ বাড়ীতে তোমায় আনি। কি ভায়া, এই যে বৃন্দে যে! একটা কথা আছে শুনে যেও।

গণ। বিবেক করুনগে, আমার পিতমহ ঠাকুরের সঙ্গে গ্রহ-দেবতাদিগের দেখা হতো।

হল। বলেন কি হনুমন্ত ভট্টাচার্য!

গণ। বিবেক করুনগে, কিরূপ আজ্ঞা করছেন, আমার নাম গণপতি শর্মা।

হল। জানিস্ বিন্দি, এই ভট্‌চায্যি মশাই স্বস্ত্যয়নে অদ্বিতীয়।

গণ। তা, বিবেক করুনগে, আপনার কল্যাণে বিবেক করুনগে, তা সকলেই অনুগ্রহ করেন।

হল। তা আমি জানি জানি; জানিস্ বিন্দি, উনি সেদিন এই মুখুয্যেদের বাড়ীতে চণ্ডী পড়লেন, দুরূপ না চণ্ডী পড়তে পড়তে,—

গণ। তা বিবেক করুনগে, চণ্ডী যেখানে পাঠ করবো, সে অব্যর্থ।

হল। তাইতো বলছি, চণ্ডীটিও পড়া, আর ওদের বড় ছেলেটাও মরা।

গণ। তা বিবেক করুনগে, মরণ বাঁচনের কথা কি কেউ বলতে পারে, বিবেক করুনগে,—

হল। তাতো বটেই, ওঁরা বড় বংশ, কথায় আছে,—

"যথা করেন চণ্ডী পাঠ।
ভিটে বেচে বসান হাট।"

সাত। ভট্‌চাজ্, কিছু মনে করোনা, আমাদের নাতি সুবাদ হয়, দু'টো তামাসা করছে।

গণ। তা আর বুঝিনে, বিবেক করুনগে, কৌতূহলাক্রান্ত করছেন। আমাদের সিদ্ধবংশ, তা কি উনি জানেন না, খোকাবাবু কি না জানেন।

হল। হ্যাঁ ভট্‌চাজ, শুনেছি নাকি অমাবস্যার দিন তোমার বাপ মড়ার ওপর বসতেন, মড়া খেতেন ?

গণ। খোকাবাবু সবই জানেন, সবই জানেন; তিনি শব-সাধন করেছিলেন।

হল। আর জানিস বিন্দি, ওঁর বাপ মড়া চড়তেন, মড়া খেতেন, আর উনি শকুনী চড়েন, শকুনী খান।

গণ। কৌতূহলাক্রান্ত করছেন, কৌতূহলাক্রান্ত করছেন।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

সাত। এই নেও দিদি, তোমার গণক ঠাকুর।

অন্ন। ঠাকুরদাদা প্রণাম হই, গণককার ঠাকুর প্রণাম। বষ্টুমিদিদি, আসন পেতে দাওনি? গণককার ঠাকুর বসুন, দাদা মশাই বসুন।

বিন্দু। (জনান্তিকে) বৌঠাকরুণ, এ গণককারকে ডেকেছ কেন?

অন্ন। এই খোকা ঠাকুর-পো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তা শুনেছি যে উনি মধুসূদনকে তুলসী দিলে বুদ্ধি ধীর হয়, তাই ওঁকে ডাকিয়েছি।

বিন্দু। (জনান্তিকে) বৌঠাকরুণ, দেখো ও জোচ্চোর!

অন্ন। না না তুমি জাননা, উনি স্বস্ত্যয়ন করে বেড়ান।

সাত। বৃন্দে, যাচ্ছ নাকি? একটা কথা ছিল। তা যাও, তোমার বাড়ী গিয়েই বলবো এখন।

বিন্দু। না ঠাকুর, তোমায় আর আমার বাড়ী যেতে হবে না।

[প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুর-পো একবার ও ঘরে যাও তো, গণকঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কইবো।

হল। গোঁ—গোঁ—গোঁ! তবে রে ভটচাজ্ তুই আমাকে তাড়াবি? আমি এমন বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি নই যে তুই আমায় তাড়াস্! গোঁ—গোঁ—গোঁ। (মুখের বিকট শব্দ করিতে লাগিল)

অন্ন। ওমা কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! আহা, তাই বাছা অমন আবল তাবল বকে গা।

গণ। বিবেক করুনগে, জল আনুন মা জল আনুন, ইষ্টমন্ত্রটী জপেছি আর বক্তার হয়েছে।

অন্ন। এই জল নিন, এই জল নিন, ওকে ঠাণ্ডা করুন। (জল আনিয়া দিল।)

গণ। দাঁড়ান, কানে একটা মন্ত্র বলি। (হলধরের কাছে গিয়া কানে কানে) হলধরবাবু আধা আধি বখ্‌রা, আধা আধি বখ্‌রা।

হল। বেশ কথা। (প্রকাশ্যে) দেখি ব্যাটা তুই কেমন তাড়াস্। এই আমি চুপ করে বসলুম।

গণ। বসবি না তো যাবি কোথা? তুই কে?

হল। বল্‌বো না,—গোঁ—গোঁ—গোঁ।

গণ। বলবি না, সরষে-বাণের চোটে বলবি, বল বল্‌ছি, তুই কে?

হল। কৃষ্ণধন ঘোষাল, তোর ঠাকুরদাদা।

গণ। অঁ্যা! আপনার এমন দশা হলো কিসে?

হল। জানিস্‌নে, গোঁ—গোঁ—গোঁ। হাড়ীর বাড়ী শোর চুরি করতে গেছলুম, তারা ঠেঙ্গিয়ে মেরেছিল; তোর বাপকে বলেছিলুম গয়ায় পিণ্ডি দিতে, তা দেয় নি, তাই এঁদের বেলগাছে দশ বছর বসে আছি, গোঁ—গোঁ—গোঁ।

গণ। তবেরে, আবার মস্‌করামো; এই তোর ঠাকুরদাদাগিরি বার করছি।

হল। তবেরে, আমায় তাড়াবি।

(গণককারের ঘাড়ে কিল মারিয়া তাহার স্কন্ধে চড়ন ও
সাতকড়ির 'ওরে বাবারে' বলিয়া পলায়ন)

গণ। ওরে বাপ্‌রে, বাপ্‌রে! এ বড় দস্যিভূত গো দস্যিভূত।

অন্ন। মাগো, ও মাগো। [অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

গণ। ও হলধরবাবু নামুন, নামুন। মারা যাব, মারা যাব।

হল। আমার একটা কাজ করতে পারবি?

গণ। যা বলবেন তাই করবো, যা বলবেন তাই করবো। মা, মাসুন, দেখুন এসে, ভূই উড়োন বাণে তাড়িয়েছি। (হলধর শুইয়া পড়ল)

(অন্নপূর্ণা ও সাতকড়ির প্রবেশ)

অন্ন। হ্যাঁ গণকঠাকুর, ভাল হয়েছে তো, ঠাকুর-পো ভাল হয়েছে?

হল। (উঠিয়া বসিয়া) বৌদিদি, আমি কোথায় ছিলুম ?

গণ। এই নেও খোকাবাবু, এই বিল্বপত্র নেও, আর তোমায় কেউ স্পর্শাতে পারবে না।

অন্ন। ঠাকুরদাদা, খোকা ঠাকুর-পোকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াও তো। আর একজন ঝিকে ডেকে বাতাস করতে বল। আমি গণককার ঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কয়ে যাচ্ছি।

হল। গাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

[সাতকড়ির সহিত হলধরের প্রস্থান।

গণ। মা এর জন্যে ভাববেন না। বিবেক করুনগে, আমি কবজ পড়ে শরীর শুদ্ধ করে দিয়েছি। বিবেক করুনগে, আর কি কেউ এঁর কাছে আসে, বিবেক করুনগে, আমি তেমন বামুন নই।

অন্ন। গণককার ঠাকুর, কাকাবাবুর মেজাজ যেন কেমন খারাপ হয়েছে! ওঁর বাছবিচার নেই, মড়া ঘাঁটেন, মরা ছেলে শিশি পুরে রাখেন। হ্যাঁগা, আইবুড়ো মানুষ, কিছু তো দৃষ্টি ফিষ্টি লাগেনি ?

গণ। বিবেক করুনগে, আমি গুণে চাটুয্যেকে বলেছি, কিন্তু বিবেক করুনগে, ওঁর কাছে তো আমরা ঘেঁসতে পারিনে, তা বিবেক করুনগে, উনি তো কবচ ধারণ করবেন না; আমি একটা দ্রব্য পাঠিয়ে দেব, যদি কোন রকমে কোন সরবতে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, তা'হলে যার যেখানে দৃষ্টি থাকুক একেবারে জন্মের মত ছুটে যাবে।

অন্ন। না, আমি খাওয়াতে টাওয়াতে পারবো না, আপনি একটা বেলপাতা পড়ে দিন।

গণ। মা, বিবেক করুন, বেলপাতায় ব্রহ্মদৈত্য ছাড়ে, শাঁকচুন্নির দৃষ্টি কি ছাড়ে ?

অন্ন। আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, আমি ঠাকুর-পোদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে যা হয় করবো।

গণ। বেশতো, বেশতো, আপনারা পাঁচজনে বিবেক করুন, বিবেক করুন; আমি এখন চললাম। [উভয়ের বিপরীতদিকে প্রস্থান।

(সাতকড়ি ও হলধরের প্রবেশ)

হল। শোন ঠাকুরদা, ওই বিন্দি তো তোমার জন্যে মরে, ওর বেশ দশটাকা আছে, সব তোমায় দিয়ে যাবে, বাড়ীখানা শুদ্ধ তোমার নামে ক'রে দেবে; তবে লোক লজ্জায় কিছু বলতে পারে না।

সাত। হ্যাঁ, তোমার সব মস্করামো, তোমার সব মস্করামো।

হল। তুমি ঠাট্টাই মনে করছো, তবে আর কি, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সাত। দাঁড়াওনা হে দাঁড়াওনা; আমিও যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীকিঙ্করের ল্যাবোরেটরি।

[দেওয়ালের ধারে লম্বা টেবিল। তার উপর নানা যন্ত্রপাতি, বইখাতা। টেবিলের পিছনে শেল্‌ফ্‌-এ বই, টুকিটাকি জিনিষ। ঘরের একধারে সুমুখের দিকে গোল টেবিল, তার উপর কয়েকখানি ইংরাজী পত্রপত্রিকা। টেবিলের ধারে তিনচারখানা চেয়ার। অন্যদিকে একটি ইজিচেয়ার, তার পাশে ছোট একটি টিপয়।

লম্বা টেবিলের পিছনে দাঁড়াইয়া কালীকিঙ্কর মাইক্রস্‌কোপে চোখ লাগাইয়া পরীক্ষায় ব্যাপৃত। পরনে ঢিলেঢালা প্যাণ্টালুন, চওড়া কফ্‌-ওয়ালা শার্ট, গলায় কম্‌ফটার। জামার উপর এপ্রন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

পিছনের দরজার পরদা সরাইয়া বিন্দু বৈষ্ণবীর মেয়ে রঙ্গিণীর প্রবেশ। রঙ্গিণী পূর্ণযৌবনা, সুন্দরী ও শিক্ষিতা। দূরে দাঁড়াইয়া

সে কিছুক্ষণ কালীকিঙ্করের কাজ করা দেখিল তারপর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কালীকিঙ্কর মাইক্রস্‌কোপে চোখ রাখিয়াই হাত বাড়াইয়া কি যেন খুঁজিলেন। রঙ্গিণী বুঝিতে পারিয়া শেলফ হইতে একটি মোটা খাতা লইয়া তাঁহার কাছে দিল। কালীকিঙ্কর চোখ তুলিয়া রঙ্গিণীকে দেখিয়া মৃদু সন্তোষের হাসি হাসিলেন। তারপর খাতায় নোট লিখিয়া আবার মাইক্রস্‌কোপে চোখ লাগাইলেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া শেল্‌ফএর দিকে চাহিলেন। রঙ্গিণী বুঝিতে পারিয়া একটি মোটা বই আনিয়া তাঁহার সামনে রাখিল। তিনি দ্রুত বই উলটাইয়া দেখিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ ধরিয়া নোট লিখিলেন। তারপর বই বন্ধ করিয়া মুখ তুলিলেন।]

কালী। রঙ্গিণী।

রঙ্গিণী। (আরও একটু কাছে আসিয়া) কি বলছেন!

কালী। রঙ্গিণী। তুমি আর আমার কাছে এসোনা।

(রঙ্গিণী চকিত বিস্ময়ে এক পা পিছাইয়া গেল)

রঙ্গিণী। আসবো না!

কালী। না। তুমি আর আমার কাছে এসো না। আমি তোমায় প্রতিপালন করেছি এ কথা লোকে বুঝবে না। আমি তোমার বে-থা দেব মনে করেছি। ঐ চাটুয্যে বলে, পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়, কাজ কি? তোমার পড়তে ইচ্ছা হয়, আমি একজন বিবি ঠিক করে দেব, তিনি তোমায় পড়াবেন। যে দিন কোন নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করবো, পাঁচ জনের সঙ্গে এসে দেখো। আর তোমার যদি কোন ইন্‌স্ট্রুমেণ্টের প্রয়োজন হয়, জানিও, আমি পাঠিয়ে দেব। (এপ্রন খুলিয়া রাখিলেন)

রঙ্গিণী। না ছোড়দা, আমি আসবো।

কালী। না, আর ভাল দেখায় না। বুঝতে পাচ্ছনা, তুমি এখন যুবতী, একটা অপরাধ রটলে আর ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না।

রঙ্গিণী। আমি বে করবো না।

কালী। আচ্ছা যদি কুমারী থেকে লেখাপড়া শিখতে চাও, আমি আপত্তি করি না। কিন্তু বোঝ, সংসারে বিস্তর প্রলোভন, মন স্থির রাখা অতি কঠিন! একি! তুমি কাঁদছো? তুমি কি মনে করেছো তোমার ওপর আমি রাগ করেছি।

রঙ্গিণী। আপনি আমায় ত্যাগ করছেন।

কালী। ছি ছি! তুমি অমন কথা মনে করোনা; তুমি আমার চক্ষের ওপর নির্মল ফুলের মত ফুটেছ, তোমার গায়ে কেউ দাগ দেবে এ আমার অসহ্য হবে। তুমি কি এ কথা বুঝতে পার না? তুমি তো জান, আমি তোমায় ভালবাসি।

(ভাবাবেগে অধীর হইয়া রঙ্গিণীর দ্রুত প্রস্থান)

কালী। রঙ্গিণী—রঙ্গিণী—

(হলধরের প্রবেশ)

এই যে হলধর! শুনলেম না কি তুমি চাটুয্যের কাছে টাকা নিয়ে বাজার করে এনেছ, এসব তোমার ভাল নয়, চাটুয্যে দুর্জন হ'তে পারে, কিন্তু দুর্জন দমন করবার তুমি কে? আর তুমি দুর্জন নও কেন? চোরের টাকা চুরি করা কি চুরি নয়?

হল। আজ্ঞে, আমি যা নিয়েছি ফিরিয়ে দেব।

কালী। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি লেখাপড়া শেখনি তাতে আমি দুঃখিত নই; তুমি লোকের উপকার করে বেড়াও শুনতে পাই, তাতে আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার একটী কথা স্মরণ রেখ, পরোপকারী লোক মাত্রেই পরের অপকারীর ওপর রাগ করে, শাস্তি দেবার জন্যে কুকাজও করে, যেমন তুমি করেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেনো, কুকাজের দ্বারা কখনও সুফল ফলে না। যাও, দু'জন ভিজিটার এসেছেন, এখানে পাঠিয়ে দাও। [হলধরের প্রস্থান।

(ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধনবাবুকে লইয়া মাধবের প্রবেশ)

মাধব। ডাক্তার গুঁই, কৃষ্ণধনবাবু, মাই আংকল্।

কালী। আসুন, আসুন, বসুন। (সকলের শেকহ্যাণ্ড ও উপবেশন)

ডাক্তার গুঁই। শুনতে পাই আপনি নাকি কংগ্রেস বিরোধী, আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির এ বিরোধ উচিত নয়।

কালী। আমি বিরোধী নই, আমি বলতে চাই আগে দেশের উন্নতি বিধান করুন, দেশকে প্রস্তুত করুন।

কৃষ্ণ। আপনি হিউম সাহেবের লেক্চার পড়েননি।

কালী। তাঁর মতের সঙ্গে আমার ঐক্য নেই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্য করতে বলেন।

ডাক্তার। প্রকাশ্য সাহায্যে যে গবর্ণমেণ্ট বিরূপ হবেন।

কালী। অমি বুঝেছি। আপনারা কি বিবেচনা করেন, গবর্ণমেণ্টকে লুকনো সহজ ?

কৃষ্ণ। আরে মশাই সব লুটলে, লুটলে।

কালী। সে লুট কি আপনি নিবারণ করতে পারবেন ? নিশ্চিত জানবেন, ভারত অধিকারে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি তারা সহজে ত্যাগ করবে ?

ডাক্তার। অ্যাজিটেশন্ আবশ্যক, ভারতবাসীর অভাব, ভারত-বাসীর রেপ্রেজেণ্ট করা উচিত।

কালী। কি রেপ্রেজেণ্ট করবেন ?

কৃষ্ণ। আরে মশাই বুঝছেন না, কোটি কোটি টাকা খাজনা উঠছে, আমাদের দেশ, সাহেবরা বিলাত থেকে এসে বড় বড় চাকরী নিয়ে সেই টাকা খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা সৈন্যের জন্যে ব্যয় হচ্ছে ; এই সব টাকা কমাতে পারলে ভারত ওভারট্যাক্সট্ (over-taxed) হয় না, ভারতে এত গরিব থাকে না।

ডাক্তার। আর দেখুন কংগ্রেসে অন্য কিছু হ'ক না হ'ক একটা পলিটিক্যাল ভ্রাতৃভাব জন্মেছে।

কালী। আমার মতে ভারতে রিলিজাস্ ইউনিটি ভিন্ন অপর কোন ইউনিটি হ'তে পারে না। আপনারা বলছেন, পলিটিক্যাল ইউনিটি হয়েছে, আর রাজ্যশাসনের ব্যয় কমাতে চান, ভাল, যে ব্যয় কমানো আপনাদের হাতে আছে, সেইটে আগে করুন; গ্রাম, পল্লী, সহর মকর্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েত করে মকর্দমার সর্বনাশ নিবারণ করুন। চরক বলেন, যে দেশে উকীল প্রধান সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি মারিভয়ের অন্যতম কারণ।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, আদালত তুলে দিতে চান।

কালী। মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন, বড়লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে তাকে সামাজিক শাসন করুন; নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখছেন, দীন দরিদ্ররাও ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় করতে পারে না, তাতে যে কি সর্বনাশ হচ্ছে, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন। যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতাচারী হতে বলুন। তাদের মহত্তর জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করুন।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, সিভিলিজেসন্ তুলে দিতে চান।

কালী। না, আপনি আমার কথার মর্ম বুঝছেন না, আমি ইংরেজের অনুকরণের বিরোধী। ইংরেজের আচার ব্যবহার ইংরেজের উপযোগী, কিন্তু ভারতের পক্ষে অহিতকর।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, ইংরাজ বিরোধী হতে বলেন।

ডাক্তার। গুড্ বাই। আমরা চল্লাম।

কালী। আমি যা বল্লুম, আপনারা কি অসঙ্গত বিবেচনা করেন?

ডাক্তার। ও নো, ও নো, গুড্ বাই।

[ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধন বসুর প্রস্থান।

কালী। মাধব! এদের এনেছিলি কেন?

মাধব। ওঁরা দেখা করতে চাইলেন।

কালী। আমার কথা সব পাগলামো মনে করলে, না?

মাধব। আজ্ঞে না না। তা কেন।

কালী। ওদের দলে মিশিস্‌নে। আর দেখ্, আমি কাগজপত্র দেখেছি, অন্যায় করে কতকগুলো বিষয় নেওয়া হয়েছে, ওসব ভাল নয়। নাবালক, বিধবা, দরিদ্র,—সেসব ফিরিয়ে দে। যদি আমায় সাক্ষী দিতে হয়, সত্যি বলতে হবে। ফিরিয়ে দে, আমার বখরা থেকে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) আমি একটু ঘুরে আসি, যদি কেউ দেখা করতে আসে অপেক্ষা করতে বলিস। আমি এক্ষুনি ফিরবো।

[প্রস্থান।

মঞ্চের আলো নিবিল এবং এক মিনিট পরে আবার জলিল।

(অন্নপূর্ণা, ডাক্তার গুঁই ও মাধবের প্রবেশ)

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, তবে কি হবে?

ডাক্তার। লিউন্যাটিক অ্যাসাইলমে দেওয়া ভিন্ন তো আমি কিছু উপায় দেখছি না।

অন্ন। সে আবার কি?

ডাক্তার। পাগলা গারদ।

অন্ন। ওমা কি হবে! না ঠাকুরপো, কাকাবাবুকে পাগলাগারদে পাঠাতে পারবো না, তুমি ঘরে রেখে চিকিৎসাপত্র কর।

মাধব। তোমার যেমন মেয়েমানুষের বুদ্ধি, কোন্ দিন উলঙ্গ হয়ে নাচুন, নয় ইংরেজে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দিক, উনি পাগলামোর চোটে

যে কি বলেন, কি না বলেন, তার তো আর ঠিক ঠিকানা নেই। বলেন, সাহেব তাড়াবো, বিলেত ডুবিয়ে দেব।

অন্ন। তবে ঠাকুরপো কি হবে!

মাধব। পাগলাগারদ ভিন্ন উপায় নেই। তুমি বলছো ঘরে রেখে চিকিৎসা করবে, তা উনি ওষুধপত্র খাবেন কি? এই যে ডাক্তারে দুতিনবার স্নান করতে বলছে, তা উনি স্নান করতেই চান না, এই যে সকালে চা খান, বৌদিদি তুমি একদিন মিছরির সরবৎ খাওয়াও দেখিনি।

অন্ন। হ্যাঁ, তা আমি অনেক বলে দেখেছি, উনি খেতে চান না, বলেন ঠাণ্ডা হবে।

ডাক্তার। পাগলের লক্ষণই ঐ, ঠাণ্ডা করতে চান করতে নারাজ হয়।

অন্ন। তা কিন্তু ওঁর কফের ধাত, উনি কখনই ঠাণ্ডা করতে চান না।

মাধব। বৌদিদি, তুমি ওঁর হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি না দিয়ে বুঝি ছাড়বে না?

অন্ন। ঠাকুরপো বেজার হয়োনা, আমি মেয়েমানুষ কি অত শত বুঝি?

মাধব। পাগলাগারদে যেতে দেবে না, ঘরেও চিকিৎসা করতে পারবে না, তবে উপায়!

অন্ন। দেখ ঠাকুরপো, গণককার ঠাকুর আমায় একটী ভস্ম দিয়েছেন; উনি খাবার আগে যে পোর্ট খান তাতে একটু দিয়ে সেই পোর্ট খাওয়াতে বলেন, আমি ভয়ে খাওয়াতে পারিনি।

মাধব। তাতে কি হবে?

ডাক্তার। না, না, আপনি বোঝেন না, ও দু'একটা ওষুধ ওদের খুব ভাল আছে, আপনি আসুন দেখি। [অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

(স্বগত) ওষুধের কথা চাটুয্যে আমায় বলেছে, সে-ই যোগাড় করে দিয়েছে, 'যা শত্রু পরে পরে', আমাদের ওপর ঝুঁকি আসবে না।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, এই দেখুন। (কাগজের মোড়ক দেখাইল)

ডাক্তার। ওষুধ ভাল হতে পারে, কিন্তু আমার মতে পাগলাগারদে দেওয়াই উচিত। আপনাদের যা বিবেচনা হয় করবেন ; আমার একটা আর্‌জেণ্ট্ কল আছে, আমি চল্লুম।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, আমি কি করবো বলে যান।

ডাক্তার। আমি তো বলেছি অ্যাসাইলমে পাঠান ; আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বিকালে আসছি। [প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুরপো কি বল, খাইয়ে দেখবো কি ?

মাধব। যদি পাগলাগারদে না পাঠাতে চাও, তাহলে একটা উপায় করতে হবে তো।

অন্ন। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ওষুধ খাওয়াই, কি বল ?

মাধব। আমিও ভাবছি, গারদে পাঠানোটা উচিত নয় বটে, সেখানে মারধর করে, পায়ে বেড়ি দেয়।

অন্ন। মারে ! ওমা তা হলে আমি কখনো পাঠাতে পারব না ! অদৃষ্টে যা থাকে, আমি এই ওষুধ খাইয়ে দেখি।

মাধব। মেয়েমানুষ, বুঝবে না শুনবে না, যা বোঝ কর।

[প্রস্থান।

অন্ন। না, না। আমি কিছুতেই পাগলা গারদে পাঠাব না !

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। মা ! রান্না হয়েছে ?

অন্ন। হ্যাঁ। বামুনঠাকুরকে ভাত বাড়তে বলি ?

কালী। বল। তার আগে ওষুধ খাব। আমার সে ওষুধটা কোথায় ?

অন্ন। ও ঘরে তুলে রেখেছি, আনছি। [প্রস্থান।

(কালীকিঙ্কর টেবিলের ধারে বসিলেন)

কালী। প্রকারান্তরে এটা মিছে কথা হয়। যদিও ওষুধের জন্যে এটা ব্যবহার করি, কিন্তু পোর্টকে ওষুধ বলা ঠিক নয়।

(বোতল ও গেলাস হস্তে অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

মা। এ কি জান?

অন্ন। (চমকিত) অঁ্যা! কই! কি! কি!

কালী। এ কি জান, এ অনেকের জীবন রক্ষা করেছে, আবার অনেক অট্টালিকা মাঠ করেছে। দেবাসুর দু'দলই এ পান করে। এ পোর্ট, মদ, আমি ডাক্তারী প্রেস্‌ক্রিপসন্ মত ব্যবহার করি। কিন্তু মা! তোমার সঙ্গে আমার এই কথা, যে-দিন এই দাগের বেশী ঢেলে খাব, সে দিন, যেমন ছেলের হাত থেকে বিষ ফেলে দেয়, তেমনি করে এই গেলাস ফেলে দিও।

(অন্নপূর্ণা কম্পিত হস্তে বোতল ও গেলাস টেবিলের উপর রাখিল। কালীকিঙ্কর খানিকটা পোর্ট গেলাসে ঢালিয়া খাইলেন। পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করিয়া বুকে হাত রাখিলেন। তাঁহার দুই চোখ বিস্ফারিত হইল)

কালী। এ কী হল! দম বন্ধ হয়ে আসছে যে!

অন্ন। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) এ কী করলাম! ভগবান, এ কী করলাম!

কালী। (ছটফট করিতে করিতে) বুঝেছি! সর্বনাশ করেছো মা, সর্বনাশ করেছো। (যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কথা জড়াইয়া গেল) মা এ কি করলে! আমায় মেরে ফেললে! বুঝেছি, বুঝেছি,

তোমায় পরামর্শ দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারনি। (চেয়ার হইতে মেঝেয় পড়িয়া গেলেন)

অন্ন। ওগো কি হলোগো! কি সর্বনাশ করলাম!

কালী। মা চেঁচিও না, আমার জ্ঞান থাকতে থাকতে লিখে দিই যে আমি আপনি খেয়েছি। শত্রু! শত্রু! আমায় মেরেছে, তোমায় বাঁধাবে! আন, আন, কাগজ-কলম আনো। ও হোলি এনার্জি!

(অজ্ঞান হইলেন)

অন্ন। কি হলো! এ কি করলাম! পিতৃ-হত্যা করলাম!

(বিন্দু ও রঙ্গিণীর প্রবেশ)

বিন্দু। ব্যাপার কি বউঠাকরুণ?

অন্ন। ও বিন্দু! সর্বনাশ করেছি! কাকাবাবুকে বিষ খাইয়েছি, কাকাবাবু বুঝি মারা গেলেন!

রঙ্গিণী। কী সর্বনাশ!

(রঙ্গিণী ছুটিয়া কালীকিঙ্করের কাছে গিয়া বসিয়া তাঁহার মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইল; বিন্দুকে ইসারা করিয়া পাখা আনিতে বলিল। বিন্দু দ্রুত পাখা আনিয়া দিল। রঙ্গিণী ঝুঁকিয়া কালীকিঙ্করকে দেখিতে লাগিল ও হাওয়া করিতে লাগিল)

রঙ্গিণী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ছোড়দা! ছোড়দা!

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালীকিঙ্করের ল্যাবোরেটরি।

যাদব, এটর্নি সিদ্ধেশ্বর দাস ও সাতকড়ি।

সিদ্ধে। ইউ শো এ বোল্ড্ ফ্রন্ট্, আপনি সাহস করুন, প্রথমতঃ একটা ক্রিমিন্যাল্ কেস্ ইনষ্টিটিউট্ করুন—আপনাদের বৌয়ের নামে আর আপনার দাদার নামে এটেম্‌ট অ্যাট মার্ডার চার্জ, এই চাটুয্যে মশাই বলেছেন প্রমাণ হবে যে, আপনার দাদা আর বৌ দুজনে শলা করে আপনার খুড়োকে বিষ খাইয়েছেন।

সাত। উকিলবাবু! ও ফৌজদারীতে আর কাজ নেই, আপনি সিভিল স্যুটে যান। কি বলেন ছোটবাবু, ফৌজদারীতে কি সুবিধা হবে?

যাদ। সিদ্ধেশ্বর বাবু, ফৌজদারীতে কাজ নেই, ঘরের বৌকে নিয়ে টানাটানি!

সিদ্ধে। তা আপনি যেমন ইনষ্ট্রাক্‌ট্ করবেন। কিন্তু আমার মাথা থেকে ক্রিমিন্যাল স্যুটটা যাচ্ছে না; ডক্‌টর ডি, যিনি আপনার খুড়োর ষ্টমাকের কণ্টেণ্টস্ অ্যানালাইজ করেছেন, তাঁর ঠেঙে কেস্‌টা শুনেছি। আপনার ভাইয়ের ইচ্ছা, আর পুলিশে সেইরকম রিপোর্টও করেছেন যে, প্রমাণ হয়, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই চাটুয্যে মশাই সাক্ষী দিলেই সব উল্টে যাবে। এই যে ডক্‌টর ডি।

(ডাক্তার ডি-র প্রবেশ)

যাদ। গুড্ মর্ণিং।

ডি। হাডুডু, এই যে মিষ্টার সিদ্ধেশ্বর আছেন, এবার কংগ্রেসের কি করছেন?

সিদ্ধে। ওহে, সে কথা পরে হবে, ইনি এখন আমাকে এটর্নি এন্‌গেজ করেছেন।

ডি। বেশতো, বেশতো! যাদববাবু, এমন উপযুক্ত লোক আর পাবেন না।

সিদ্ধি। ইনি ক্রিমিন্যাল কেস্‌ করতে চান না।

ডি। সে কি! ইট ইজ এ ক্লিয়ার কেস্‌ অফ পয়জনিং। আপনার দাদা ডাক্তার গুঁইকে দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে বিষ খেয়েছেন। পারেন ভাল, আমরা মেডিক্যাল্‌ ম্যান, আমরা উকীল নই, কিন্তু আমায় যদি সফিনা করা হয়, তাহলে আমি বলবো যে আপনাদের বৌঠাকরুণ আমার কাছে কন্‌ফেস্‌ করেছেন যে, তিনি আপনার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে বিষ দিয়েছেন। আর অবস্থা বুঝুন না, যে আত্মহত্যা করবে সে ঘরে দোর দিয়ে করবে; পোর্টের সঙ্গে বিষ খাবে কেন?

(টি, রে, কৌন্সুলীর প্রবেশ)

টি, রে। হ্যাল্লো, আপনারা কি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন না কি? কিছু উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছিনে। ঢেউ দেখে হাল ছেড়ে দিলেন না কি?

সিদ্ধে। সে তো এখন দিন আছে, আপাতত এই উপস্থিত মোকদ্দমায় কি বলেন?

টি, রে। আমি তো আপনাকে আমার ওপিনিয়ন দিয়েছি যে ক্রিমিন্যাল স্যুট করুন।

ডি। দ্যাটস্‌ ইট।

সিদ্ধে। ঐ শোনেন যাদববাবু, সকলেই আপনাকে এই এড্‌ভাইস্‌ করবে।

যাত। (স্বাগত) ইস্‌! ফ্যাসাদে ফেললে! নালা কেটে জল আনলুম! আমিই তো গণকের কাছ থেকে বিষ এনে দিই।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। এ ঘরে কিসের জটলা? এরা কারা?

সাত। ইনি কৌন্সুলী সাহেব, ইনি উকীল বাবু, ইনি ডাক্তার সাহেব।

কালী। হুঁ, উপযুক্ত ভাইপো! কৌন্সুলী সাহেব, উকীল বাবু, ডাক্তার সাহেব! চাটুয্যে মশাইও আছেন! কাজ খুব শিগ্‌গির এগোচ্ছে! মাঠ হয়ে যাবে! সব মাঠ হয়ে যাবে!

যাদ। কাকামশাই, যান যান, শোবার ঘরে যান। শুয়ে পড়ন গে।

কালী। শোবার ঘরে? না, না,—আজ মাঠে শোব, অভ্যাসটা চাই! আজ একঘণ্টা, কাল দুঘণ্টা, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করতে হবে। বড় বৌমাকে ধর্ম্মডাক দেব, যায় সঙ্গে যাবে।

টি, রে। (যাদবের প্রতি) ইনি কি ক্র্যাক্‌ট?

কালী। কৌন্সুলী সাহেব কি বলছেন—পাগল? তা এ তো পাগলের হাটবাজার বাবা।—এই আমি পাগল, তুমি পাগল, ইনি পাগল; দেখাও দেখি পাগল কে নয়? তবে কেউ ধরা পড়ে, আর কেউ পাঁচ পাগলের সঙ্গে চলে যায়। চাটুয্যে, চাটুয্যে দিনকতক বেঁচে থেকো, এখনও বাঙলায় বড় ঘর আট দশটা আছে, সব মাঠ করে ফেল! মাঠ করে ফেল! ঘাস হোক, ছেলেরা ফুটবল খেলুক, রাজনৈতিক সভা হয়ে দেশ-হিতৈষীদের বক্তৃতা হোক।

টি, রে। আপনি কি বলেন কংগ্রেস ভাল না?

কালী। কংগ্রেস ভাল নয় একথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। কিন্তু উকীল কৌন্সুলী না কর্তা হলে, ভ্রাতৃভাব না ঘরে ঘরে সেঁধুলে দেশটা মাঠ হবে কি করে! ভ্রাতৃভাব। ভ্রাতৃভাব! উকীল, কৌন্সুলী, প্লিডার, মোক্তার, সোজায় কি হিসেব নিকেশ মেটে?

টি, রে। আপনি তো বড় নির্ব্বোধ।

ডি। মিষ্টার রে, কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন? উনি তো একটা বদ্ধ পাগল।

কালী। ভ্রাতৃভাব! ভ্রাতৃভাব!

টি, রে। আপনি জানেন, সাহেবরা দেশের সর্বনাশ করছে! আমাদের দেশ, আমরা খাজনা দিই, কিন্তু বড় বড় চাকরী সব সাহেবরা পাচ্ছে। ক্রোর ক্রোর টাকা সৈন্যের জন্যে ব্যয় হচ্ছে; এ সব দাবতে হবে, তা নৈলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

যাদ। মিষ্টার রে, আপনি ওঁকে বৃথা বোঝাচ্ছেন!

টি, রে। কিন্তু এঁকে বোঝান উচিত! পাগ্‌লামো করতে হয় অন্য বিষয় নিয়ে করুন। দেশের লোক সব আহাম্মক, পাগলই হোক আর যাই হোক, ওঁর কথা শুনে মনে করবে—উনি বুঝি ঠিক কথা বলছেন। আর পাগল হয় পাগলা গারদে দিন। (কালীকিঙ্করের প্রতি) আপনি জানেন, কৌন্সুলীরা দেশের মাথা!

কালী। জানি! জানি! খুব জানি! ছেলেবেলা থেকে জানি। এঁরা না থাকলে বড় বাড়ী হতো না, ঘর হতো না, পরের বিষয় ঘরে আসতোনা, ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ চল্‌তো না, প্রজায় জমীদারে ঝগড়া বাধতো না, ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি হতো না, ভাইপো বিষ খাওয়াতো না।

টি, রে। এঁকে লিউন্যাটিক অ্যাসাইলমে পাঠান না কেন?

কালী। বলতে হবে না, বলতে হবে না; আপনার আগে পরামর্শদার ছিল, পরামর্শ দিয়ে গেছে। আপনার আগে উকীল এসেছে, ডাক্তার এসেছে, পরামর্শ দিয়েছে, বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে, ডাক্তারে ওপিনিয়ন দিয়েছে, উকীল কৌন্সুলী লড়াই করবে যাতে বিচারে সাব্যস্ত হয় আমি পাগল। কেন জান? আমার উপযুক্ত ভাইপো জানে আমি মিথ্যা কথা বলব না, চাটুয্যে

মশাই জানেন, আমি মিথ্যা কথা কইব না। যখন আপনারা আনাগোনা করছেন মামলা বাধবেই, আমি সত্যি কথা বললে ভাই বঞ্চিত হবে না, ভাজ বঞ্চিত হবে না। কিন্তু আমি পাগল হলে সব ল্যাঠা মিটে যায়; আমার অর্ধেক বখ্‌রা শুদ্ধ হাতে আসে। পাছে কারুকে কিছু দিয়ে যাই, পাছে অতিথশালা করে যাই, পিস্‌তুতো ভাই কিছু পায়, আমি মলে পরে সব আপদ চুকে যায়; তাই বিষ দিয়েছিল, বিষ দিয়েছিল, পাগলাগারদের তোয়াক্কা করে নি। বুঝলে কৌন্সুলী সাহেব, আপনাদের ওপরও মৎলববাজ আছে। দৈবে বেঁচে গেলুম, কিন্তু কাজ হয়েছে, পাগল সাব্যস্ত হয়েছে।

যাদ। চলুন চলুন মশাই, উনি একেবারেই উন্মাদ হয়েছেন।

কালী। উন্মাদ! উন্মাদ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্যি কথা কে বলতে চায়! মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয়! ব'য়ে লেখা আছে সত্যি কথা বলতে হয়, পরামর্শ দিতে হয় সত্যি কথা বলতে হয়, ছেলেদের শেখাতে হয় সত্যি কথা বল্‌তে হয়। বড় হলে আর সত্যি কথা বলতে নেই, বিষয়কর্মে সত্যি কথা বলতে নেই! পাগলে বলে, পাগলে বলে, বুঝলে। [প্রস্থান।

যাদ। চাটুয্যে মশাই সঙ্গে যান, ঘরে রেখে আসুন, নইলে আবার এখনি ফিরবেন।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

বৌ একেবারে বদ্ধ পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কি জানেন মিষ্টার রে,—গঙ্গাধর মুখুয্যের একটী তালুক ছিল, দেনার জ্বালায় তিনি বাবাকে বিক্রী করেন; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা মামলা মোকর্দমা করে তালুক ছাড়িয়ে নিতে আসে। কাকা মশায়ের ধারণা যে, তালুকটী ফাঁকি দিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধে। যাক্, আপনি ক্রিমিন্যাল সুট করুন, চাটুয্যের কথা

বিশ্বাস করবেন না, ও আপনার ভাইয়ের পক্ষ ; আমার বোধ হচ্ছে ও এতে জড়ান আছে বলে মোকর্দমায় ভাংচি দিচ্ছে। লড়াই জেতা চাই, তোপের মুখে যে ওড়ে উড়ুক। বৌ জেলে যাক, চাটুয্যে জেলে যাক, বা আপনার মেজদাদাই যান, তাতে আতে আপনার কি ? কার্যোদ্ধার চাই।

যাদ। তা যে রকম আপনারা এডভাইস্ দেবেন সেই রকমই আমি করবো। ভাল কথা মনে হল, পাগলা শুনতে পাই না কি একখানা উইল করেছে, তাতে না কি যাদের যাদের বিষয় মোকর্দমা করে বেচে নেওয়া গিয়েছে, শুন্‌তে পাই ওঁর শেয়ার থেকে সে সব ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।

সিদ্ধে। উনি লিউন্যাটিক্ ! ওঁর আবার শেয়ার কি ? সে-সব কিছু ভাববেন না, সব ঠিক করে দেব। আসুন আমার চেম্বারে। আরও কিছু পরামর্শ করা যাক।

যাদব। চলুন। [সকলের প্রস্থান।

মঞ্চ অন্ধকার। এক মিনিট। আলো।

(কৃষ্ণধন বসু, ডাক্তার গুঁই ও মাধবের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (মাধবকে) আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন ! আপনাদের বৌ সে সময় মনের দুঃখে বলেছিলেন যে 'আমি বিষ দিয়েছি', কিন্তু আদালতে বলতে পারবেন না ; সে বড় শক্ত যায়গা। ছোটাবাবু আপনিই ফ্যাসাদে পড়বেন, ক্রিমিন্যাল কেস বড় শক্ত ব্যাপার, দুদিক কাটে, প্রমাণ না হলে ওঁকেই জেলে যেতে হবে।

মাধ। আর যদি প্রমাণ হয় ?

কৃষ্ণ। আপনার কথা কেমন জানেন, যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে ? কি করে প্রমাণ হবে ? যদি চাটুয্যে গণককারের কাছ থেকে এনেই থাকে,

তাহলে প্রসিকিউসনের তরফে গণককার সাক্ষী দেবে, না চাটুয্যে সাক্ষী দেবে? সাক্ষী দিয়ে কি তারা জেলে যাবে?

মাধ। বৌ কখন মিছে কথা কইবে না।

কৃষ্ণ। নন্‌সেন্‌স্। আমি ঢের সত্যিবাদী দেখেছি, আপনি জানেন না। অনেকে থানায় গিয়ে বলে আমি খুন করেছি, আদালতে গিয়ে অস্বীকার করে। আপনাদের বৌও তাই করবেন।

মাধ। আর আমি যে চাটুয্যেকে বলে ওষুধ আনিয়েছিলুম!

কৃষ্ণ। কখনই আনান নি। চাটুয্যে বিজ্ঞ লোক, আপনাদের ফ্যামিলির ফ্রেণ্ড। ওষুধের বিষয় চাটুয্যের সঙ্গে হয়ত কন্‌সল্ট করে থাকবেন। চাটুয্যে ভদ্রলোক। সে এ কাজ করবে কেন? হয়তো আপনার ভাই, না হয় হলধর, না হয় শাস্তে চাকর, এরা বিষ এনে দিয়েছে! খুড়োকে পাগল করবার আপনার কোন মোটিভ নেই, বরঞ্চ ঠিক বিপরীত। আপনার খুড়ো সজ্ঞানে থাকলে সাক্ষী দিতে পারতেন যে আপনার বাপ আপনার ভাইকে যে দলিলে ত্যজ্যপুত্র করেছেন সে দলিল আপনার বাপের লেখা।

মাধ। তা সে দলিল কই?

কৃষ্ণ। চাটুয্যেকে বলুন, রঙ্গি না কে একটা স্ত্রীলোক আছে, আপনার খুড়োর চাবি তার ঠেঙেই থাকে, সে-ই বার করে দেবে।

মাধ। সে রকম দলিল নেই ত, আর থাকেও যদি রঙ্গিণী কখনও বার করে দেবে না।

কৃষ্ণ। আমি তো বলেছি, মোকর্দমা করা আপনার কাজ নয়। থাকুক না থাকুক সে অবিশ্যি বার করে দেবে। সে সাক্ষী দেবে যে 'আমি বার করে দিয়েছি।' একটা কমন্ বৈষ্ণবীর মেয়ে এ কাজ করবে না? নন্‌সেন্স্! চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, আপনার খুড়োর চাকরের নাম কি? শাস্তে না কি, তাকে দিয়ে রঙ্গিণীকে একদিন বাগানে নিয়ে যান,

কি আপনার ঐ হলধর ভাইটেকে হাত করুন, শুনতে পাই তার সঙ্গে রঙ্গির খুব আলাপ আছে। যেমন করে হয় কাজ আদায় করে নিন।

মাধ। মশাই বোঝেন না, এক চাটুয্যে যদি পারে। ওরা এ সব কাজ করতে চাইবে না।

কৃষ্ণ। ইস্! আপনি যে সত্যযুগ করে তুললেন,—আপনার বৌ মিছে কথা কইবে না, রঙ্গি দলিল দেবে না, শাস্তে তাকে বাগানে নিয়ে যাবে না, হলধর রঙ্গিকে ভোলাবে না, এ সব কথা নভেলে নাটকে চলে। সত্যি কথা কইতে হয়, সৎপথে চলতে হয়, এসব কথা স্কুলের ছেলেদের পড়বার। জ্ঞান হলে সব্বাই জানে ও কথার কথা ; মুখে বলে বেড়াতে হয় বটে,—কাজের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরও মিথ্যা কথা কন। চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মাধ। মশাই ও বড় শক্ত কথা।

কৃষ্ণ। শক্ত হয় আমি কি করবো। কিন্তু আমার মটো হচ্ছে, নাথিং ইজ ইম্পসিবল্ আণ্ডার দি সান্, সূর্যের নীচে কিছুই অসম্ভব নয়।

মাধ। আপনি টাকা দিয়ে বশ করতে বলছেন ?

কৃষ্ণ। আমি কিছুই বলছি না, আমরা প্রোফেশানাল ম্যান, যেমন ইনস্ট্রাক্ট করবেন তেমনি কাজ করবো। দলিল না বেরোয়, রঙ্গি না সাক্ষী দেয়, অন্য কোন সাক্ষী না পান, মামলা হারবেন। মোকর্দমা জানবেন জোগাড় ছাড়া আর কিছু নয়। চাটুয্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন। গুড্ ডে।

ডাক্তার। মাধববাবু, চলুন কৃষ্ণধনবাবুর চেম্বারে যাওয়া যাক, দেখা যাক, আর কোন উপায় বার করা যায় কিনা। আসুন।

মাধব। চলুন। [সকলে প্রস্থান।

মঞ্চ অন্ধকার। এক মিনিট। আলো।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী শান্তে!

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। কি কইছেন ছোটকর্তা।

কালী। বিন্দুকে ডেকে আন।

(শান্তিরামের প্রস্থান। কালীকিঙ্কর হাতের বইখানা খুলিয়া পাতা ওলটাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শান্তিরাম ও বিন্দুর প্রবেশ)

কালী। বিন্দি, তুই নাটক করতে পারবি?

শান্তি। (জনান্তিকে) বল্; হঃ।

বিন্দু। হঃ।

কালী। আচ্ছা, ইংরেজী নাটক করবি, না বাঙলা নাটক করবি বল্?

শান্তি। ক, ইঙ্গিরি।

বিন্দু। ইঙ্গিরি।

কালী। তবে ওঠ, এই টেবিলের ওপর ওঠ।

বিন্দু। আজ্ঞে, আমি অত উঁচুতে উঠতে পারবো না।

কালী। শান্তে, কাঁধে করে তুলে দে।

শান্তি। আজ্ঞে, ওই চাটুয্যে মশাই আসতিছেন, উনি টেবলে উঠবে অ্যানে।

কালী। বিন্দি, তবে কি তুই মেল পার্ট অ্যাক্ট করবি?

শান্তি। বল, হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। বেশ কথা, তাহলে এই কোট পর।

বিন্দু। আজ্ঞে, ও আমি মেয়েমানুষ কি পরতে পারি?

কালী। আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া,—এই টুপি পর।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি ছোটকর্তা !

কালী। এস, এই গাউন আছে, পর। (গাউন আনিলেন)

সাত। হাঃ হাঃ হাঃ ! আজ আবার একি রঙ্গ ?

শান্তি। (জনান্তিকে) চাটুয্যে মশাই পরেন পরেন, নৈলে কেমড়ে দেবে ! আজ বড় খ্যাপছে।

সাত। ছোটকর্তা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম, আপনার তো সেই বেনামীর কথা সব মনে আছে দেখতে পাই।

কালী। তুমি গাউন পর, আমায় পাগল মনে করোনা, আমি বেনামী কাগজখানি লুকিয়ে রেখেছি, তোমায় দেব, আগে এই গাউন পর।

শান্তি। পরেন পরেন।

কালী। পর, নৈলে কাগজ দিচ্ছিনি।

সাত। এ এক আচ্ছা তামাসা। শান্তে, দে তো পরিয়ে।

শান্তি। (গাউন পরাইয়া দিয়া) টেবলের ওপরে ওঠেন।

কালী। না, না, সে অভিনয় নয়, এই থলের ভেতর সেঁধোও।
(ঘরের কোন হইতে থলে আনিলেন)

সাত। ছোটকর্তা, আজ বড় রং করছো।

কালী। সেঁধোও, তা নৈলে উপায় নেই ! আমার এই পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ, আমি টের পেয়েছি, লাঠি হাতে করে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে দোরে ধাক্কা দিচ্ছি, ঘরে এসে দেখলেই লাঠিয়ে মাথা ভেঙে দেব ; তাই তুমি থলের ভেতর লুকিয়েছ। লুকোও লুকোও, তা নৈলে লাঠিয়ে মাথা ভেঙে দেব ! এই দেখ আমি দোরে লাথি মারছি, লাঠি ঠুকছি, আবার লাঠি ঠুকছি, এখনও ঘরে আসিনি ; তোমার থলেয় সেঁধোবার সময় হয়েছে ; তা নইলে উপায় নেই, আমায় মাথা ভাংতেই হবে, নৈলে নাটকত্ব থাকবে না।

শান্তি। (সাতকড়িকে) আরে সেঁধেন সেঁধেন।

(চাটুয্যের থলের ভিতর প্রবেশ)

কালী। বিন্দি, এই চুপড়িটা মাথায় দিয়ে দে, আর এই গুণচটটা ঢাকা দে।

(বিন্দু কর্তৃক তথা করণ)

সাত। ওরে বাবারে গেলুম রে।

কালী। চুপ, এখনি কথা শুনতে পেলেই মাথা ভাঙবো, রেগে লাঠি ঠুকছি। বুঝতে পাচ্ছনা, আমার পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ। নে বিন্দি, দড়ি জড়া।

(ঘরের ওধার হইতে দড়ি আনিয়া দিলেন)

শান্তি। জড়া, জড়া।

কালী। (বলপুর্বক দড়ি জড়াইয়া) এই এমনি করে, এমনি করে বাঁধ। (সাতকড়ির আর্তনাদ) শোন বিন্দি, তোর পার্ট বুঝতে পেরেছিস্?

শান্তি। বল, হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। পেরেছিস, বেশ কথা। তুই সতী, তোর সঙ্গে ইসেরা করেছিল, তুই আমায় বলে দিয়েছিস্, আমি তোকে ওকে ঘরে ডাকতে বলেছি; আমাদের দু'জনে ষড় আছে, বুঝেছিস্? ও ঘরে এসেছে, আমি লাঠি নিয়ে মারতে এসেছি। কেমন, বুঝলি? 'মেরি ওয়াইভ্‌স অফ উইন্‌ড্‌সর'—শেক্সপিয়র—বুঝেছিস্?

শান্তি। বল, হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আগে একে দীঘীতে ফেলে দেব, কি অগে স্পীচ্ দেব! শাস্তে, তোর মনে আছে?

শান্তে। হঃ।

কালী। তবে তোল্, তুই এক দিকে ধর, আমি এক দিকে ধরি, তোল্, তোল্।

(উভয়ে চাটুয্যেকে উত্তোলন)

সাত। উঃ, বাবারে, গেলুম রে!

কালী। তোমার চেঁচাবার যো নেই, এখনি মারা যাবে।

বিন্দু। ছোটকর্তা, বামুনকে ছেড়ে দিন, বামুনকে ছেড়ে দিন।

কালী। না প্রিয়ে, ছাড়বার যো নেই।

সাত। ছেড়ে দাও ছোটবাবু, ছেড়ে দাও।

শান্তি। ছাড়েন, ছাড়েন, এই বিন্দি ঘড়াঞ্চায় উঠবে অ্যাহন।

কালী। না, রস ভঙ্গ হবে, রস ভঙ্গ হবে, পুকুরে ফেলা ভিন্ন আর উপায় নেই।

শান্তি। বিন্দি, বিন্দি, মেজবাবুকে খবর দে, মেজবাবুকে খবর দে।

কালী। শান্তে, তোর মনে আছে কি, দুটো একটা আছাড় দিতে হয় না?

শান্তি। আজ্ঞে না কর্তা!

কালী। দাঁড়া, আমি লাইব্রেরি থেকে বইখানা দেখে আসি।

শান্তি। হঃ হঃ। গ্যাহেন যেয়ে, গ্যাহেন যেয়ে।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

সাত। শান্তে! (থলে খুলিয়া ফেলিয়া) বাবা, প্রাণটা বাঁচা!

শান্তি। আরে পালাও ঠাকুর, পালাও।

[বিন্দু ও শান্তিরামের প্রস্থান।

(পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া অন্নপুর্ণার প্রবেশ)

সাত। বড় বৌঠাকরুণ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, ছোটকর্তা খুন করবে।

অন্ন। সে কি কথা! কি হয়েছে ঠাকুরদাদা? ওমা! একি সং সেজেছ!

নেপথ্যে—কালী। (উচ্চকণ্ঠে) প্রিয়ে প্রাণেশ্বরী!

সাত। ঐ এলো! ঐ এলো! লাঠি ঠুকছে, ঐ লাঠি ঠুকছে।

অন্ন। যাও যাও, আমার ঘরের ভিতর সেঁধোও, শিগগির যাও! এই যে, এই দিকে আমার ঘর।

(একদিক দিয়া সাতকড়ির পাশের ঘরে প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া লাঠি হাতে কালীকিঙ্করের প্রবেশ।)

কালী। ঠিক মনে পড়েছে, পুকুরেই ফেলতে হবে। কেও, বড় বৌমা! চাটুয্যে কোথায় গেল (পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া) বুঝেছি। ঘরের ভেতর মানুষ লুকিয়েছ বাছা, ভাল কর নি, ভাল কর নি। তুমি আমার মা, মেয়ে, বৌ, ব্যাটা, তোমার জন্যেই বেঁচে আছি। চল, বাপ বেটীতে বেরিয়ে যাই; আজ না যাও, কাল যেতে হবে, চুল চিরে ভাগ হবে, চুল চিরে ভাগ হবে, আলোয় আলোয় বেরিয়ে পড়া ভাল।

অন্ন। কাকাবাবু, চলুন খাবেন চলুন।

কালী। হুঁ! বুঝেছি, ঘরের ভেতর মানুষ লুকোন আছে, বড় ভাল কর নি, বড় ভাল কর নি, সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে, উকীল কৌন্সুলী আনাগোনা করছে; খোরাকী বন্ধ হবে, খোরাকী বন্ধ হবে, এ বাড়ীতে ভাল ভাল সাক্ষী আছে।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোট-দা, কি করছেন?

কালী। হুঁ। কি করছি? কেন করবোনা, আলবৎ করবো। বুঝতে পাচ্ছনা আমি যে পাগল! পাগল না হলে বৌমাকে বলি ঘরে মানুষ আছে! পাগল না হলে এমন করে বেড়াই! ওহোঃ হোঃ হোঃ!

রঙ্গি। না ছোটদা, আপনি পাগল নন।

কালী। নই, কে বললে তোমায়? সবাই বলে পাগল, আমি

আপনি বলি পাগল। পাগল নই কে বললে তোমায়? পাগল নাতো কি—খুসি।

রঙ্গি। না, না ছোটদা আপনি পাগল নন। আপনি পাগল হলে আমি কোথায় যাব! আমি কার কাছে দাঁড়াব!

কালী। ইস্, তোমার যে ভারি জেদ! অত জেদ ভাল নয়। মরছিলুম, তুমি মানা করলে, মলুমনা, জোর করে মলুমনা। তুমি কি জাননা ধুত্‌রোর বিচি তাতে আর্‌সেনিক দেওয়া। এতে কি মানুষ বাঁচে? তবে তুমি আমার কাছে কি পড়েছ? কি শিখেছ? এতে কি মানুষ বাঁচে? অজ্ঞান হয়েছিলুম; তুমি মরতে মানা করলে, তোমার অনুরোধ রাখলুম। একটা রাখলুম, ফি বার কেন? কি গরজ! পাগল হব না, পাগল হবনাতো কি, তোমার কি, তুমি আমার কে, যে তোমার কথা শুনতে হবে?

অন্ন। কাকাবাবু, কাকাবাবু!

কালী। বৌমা, বৌমা, পালিয়ে এস। উকীল আসছে, ডাক্তার আসছে, কৌন্সূলী আসছে, চাটুয্যে আস্‌ছে, চল চল বেরিয়ে পড়ি, গ্রাম ছেড়ে, গঙ্গা পেরিয়ে যাই, অনেক দূর, অনেক দূর চলে যাই, চুপি চুপি রাতারাতি চলে যাই, কেউ না টের পায় কোথায় যাচ্ছি। কেও, রঙ্গিণি! কাঁদছো! কি করবো বল। কাঁদতে পাচ্ছিনি, আমি কাঁদতে পাচ্ছিনি! মাথার ভেতর জ্বলছে! মাথার ঘি চড়বড় করে ফুটছে! কাঁদতে পাচ্ছিনি! কাঁদতে পাচ্ছিনি!

রঙ্গি। ছোড়্দা, কে বললে আমি কাঁদছি! আমার কি কাঁদবার সময় যে আমি কাঁদবো? আপনি ভাল হন। আপনাকে মিনতি করছি ছোড়্দা, আপনি ভাল হন।

কালী। কেন কি গরজ। তোমার কথায় ভাল হব,—বয়েই গেছে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিন্দুর বাড়ির সম্মুখভাগ।

(হলধর)

হল। দিই দু' ব্যাটাকে চোর বলে বাঁধিয়ে। কতকটা গায়ের ঝাল মিটুক। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

(গণপতি ভট্টাচার্যের প্রবেশ)

হল। কি ভট্‌চাজ। এত দেরি করলে কেন?

গণ। তা বিবেক করুনগে আমাদের এই ব্যবসায় সকলের সঙ্গে তো কৌশলাপ্রণয় করে চলতে হয়, কারুর সঙ্গে তো আকৃশলা করতে পারিনে। বিবেক করুনগে, কাশীপুরের মুনসীদের বাড়ী স্বস্ত্যয়নের অনুরোধ করলে তাই সঙ্কল্প করে একরূপ চণ্ডী পড়ে এলুম।

হল। অঁ্যা! মুন্‌সীদের বাড়ী চণ্ডী পড়েছ! চুপ, চুপ, কারুকে বলোনা, ওরা যে মুচি!

গণ। অঁ্যা! তা, বিবেক করুন গে, চাটুয্যেই এই কাজ ঘটালে।

হল। আমি তো তোমায় বলেছি, ও তোমায় ধনে প্রাণে মারবার চেষ্টা করছে। সেদিন ছিরে কামারকে তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছিল, সে তোমার ঘরে সিঁধ দেবে, আজ আবার এই জাত মারবার জোগাড় করেছে।

গণ। তা বিবেক করুন গে, সেইরূপই তো দেখছি।

হল। তা আজ তার শোধ দাও। যাও, ঐ বাড়ীর ভেতর ঢুকে দোরে খিল দিয়ে ওপরে গিয়ে ওঠো, ঐ তোমারই কাপড়খানা ঘোমটা দিয়ে পরো, ও যেই আসবে, আমি যেমনটি বলেছি তাই করবে।

গণ। এযে বিন্দি বৈষ্ণবীর বাড়ী, পরের বাড়ী কি করে সেঁধুব?

হল। তোমার ভয় নেই ভয় নেই, তারা আজ আমাদের বাড়ী

নেমন্তন্ন খেতে গেছে, আজ রাত্রে আর ফিরবে না, আমার কাছে চাবি দিয়ে এই বাড়ীতে শুতে বলেছে।

গণ। বিবেক করুন গে, তা দড়িটড়ি সব ঠিক আছে তো ?

হল। ওপরের ঘরে সব ঠিক করে রেখেছি।

গণ। বিবেক করুন গে, তবে আমি প্রত্যাগমন কচ্ছি।

(বাড়ীর ভিতর যাইয়া দরজা বন্ধ করণ)

হল। (স্বগত) এখনও আসছে না যে? রঙ্গির ঠেঙে চাবির থোলো ভুলিয়ে এনেছি, যদি বিন্দি বেটি টের পায় তাহলে এখনি রায়-বাঘিনীর মত ছুটে আসবে।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি দাদা, কি দাদা, সব ঠিক তো ?

হল। সব ঠিক। দম্ ফেটে মরছে, ছট্‌ফট্ করছে, এই দেখ, এই দশ টাকার নোটখানা আমায় দিয়ে তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিল।

সাত। তা বাড়ীতে দোর দেওয়া যে! যাব কি করে বল ?

হল। দেখনা মজা, ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেবে এখন, যেন আরব্য-উপন্যাস।

সাত। অ্যাঁ! ঝুড়ি করে তুলবে! ভায়া, আমি ঝুড়িতে উঠতে পারবো না,—মেয়েমানুষ, যদি টেনে না তুলতে পারে!

হল। তুলতে পারবে না! ফুলের মতন তুলবে। ও ছেলেবেলা কুস্তি করতো, এখনো সকাল বিকেল বিশ ত্রিশটা ডন ফেলে। ওই যে ঝুড়ি নামছে। দাদা ওঠো ওঠো, শিগ্‌গির ওঠো। ঝুড়ি সাজিয়েছে দেখ, যেন বাসরঘর!

সাত। আচ্ছা ভাই তবে তাই উঠি, কি আর করবো।

(গণপতি কর্তৃক উপর হইতে ঝুড়ি ঝোলাইয়া দেওন, চাটুয্যের ঝুড়িতে উপবেশন ও ঝুড়ির সহিত উত্থিত হইয়া অর্ধপথে অবস্থান)

সাত। ও বৃন্দে, তোল তোল—

গণ। (পাঁচিলের পিছন হইতে মুখ বাড়াইয়া) বৃন্দে তোর বাবারে শালা। বিবেক করুন গে, আমার ঘরে সিঁধ্ দেওয়াবে! আমি কি আর ছিরে কামারকে চিনিনি? তাকে আমার বাড়ী দেখিয়ে দাও? শালা!

সাত। আরে সর্বনাশ হবে, এখনি ধরা পড়ে যাব। তোল, তোল, ঐ কে আসছে।

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। খোকাবাবু, তুমি রঙ্গির ঠেঙে বাক্স খোলবার নাম করে চাবির থোলো ভুলিয়ে এনেছ কেন গা? ও তামাসা ভাল লাগে না।

হল। আ মর, ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। তোর ঘরে চোর সেঁধিয়েছে, তাই সন্ধান পেয়ে ধরতে এসেছি। ঐ দেখ দোরে খিল দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠেছে।

বিন্দু। (দেখিয়া) ওমা সত্যি ত! ওমা কি হবে! চোর, চোর!

সাত। বৃন্দে, বৃন্দে, চেঁচামেচি করোনা, চেঁচামেচি করোনো, আমিই ঝুলছি।

বিন্দু। ওমা এ কে? চাটুয্যে ঠাকুর? তা মরতে আমার বাড়ীতে ঝুলছো কেন?

সাত। ঝুলতে হয়েছে, আর ঝুলছো কেন? ভট্চাজ ঝুলিয়েছে।

বিন্দু। ঐ যে গো, ঘরের ভেতর আবার কে ঢুকেছে?

গণ। বৃন্দে, বিবেক করুন গে, আমিই আছি।

হল। ভটচাজ, ভটচাজ; দড়ি ছেড়ে দিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে পড়, পাহারাদার হল্লা বেরিয়েছে।

গণ। অ্যাঁ! বলেন কি! বিবেক করুন গে, দড়ি ছাড়লুম।

(দড়ি ছাড়িয়া দেওন, সাতকড়ির ঝুড়ি সহিত সশব্দে পতন)

সাত। উঃ বাবারে। গেছিরে! ও বৃন্দে, তোমার সঙ্গে যে হাড়গোড় ভাঙ্গা পিরীত করলুম।

বিন্দু। তবে রে মুখপোড়া বামুন, পিরীত করতে এসেছিলে? ছিঃ ছি! ঘেন্নার কথা, ঘেন্নার কথা, তোমার গলায় দড়ি জোটে না ঠাকুর?

সাত। এই যে বৃন্দে এই যে দড়ি জুটেছে।

বিন্দু। তবে ঐ দড়ি গলায় দিয়ে ঝোলো। আমি তিন-কেলে মাগী, আর তুমি তিন-কেলে মিন্‌সে, তুমি আমার সঙ্গে পিরীত করতে এসেছ?

সাত। পিরীতের আর বাকী কি বৃন্দে! ঝুলনযাত্রা পর্যন্ত হয়ে গেল।

(প্রতিবেশিদের প্রবেশ)

১ম প্র। কিরে, বিন্দু, চোর চোর করছিলি কেন?

বিন্দু। এই ড্যাক্‌রা বামুন বলে কিনা—আমার সঙ্গে পিরীত করতে এসেছে। আর বাড়ীর ভেতর ঐ মুখপোড়া গণককার খিল দিয়েছে।

গণ। আজ্ঞে বিবেক করুন গে, এই খিল খুলে বেরুলুম।

(প্রবেশ)

১ম প্র। তুই কে?

গণ। বিবেক করুন গে, ছিলেম গণককার ভটাচার্য, এক্ষণে বৃন্দে সেজে ঐ চাটুয্যের প্রেমে মগ্ন হয়েছি।

বিন্দু। কি বলবো, তোরা বামুন, নৈলে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতুম।

গণ। তা বিবেক করুন গে বৃন্দে, যখন ধরা পড়েছি, তখন বাবুরাই তা করবে এখন।

২য় প্র। ব্যাপার কি হলধরবাবু?

হল। আজ্ঞে চাটুয্যে মশাই রোজ রোজ একজন পিরীতের মানুষ চান, তা কাকে পাই বলুন? তাই এই ভটচাজকে জুটিয়েছি।

গণ। তা ভালই করেছেন, এখন বিবেক করুন গে, গৃহে প্রত্যাগমন করি।

২য় প্রতি। চাটুয্যে মশাই, এসব কি ?

সাত। আর কি, প্রেমে হাড়গোড় ভেঙ্গে এই বিছুটির ঝুড়ির বাসরে বসে এখন গা চুলকোচ্ছি।

বিন্দু। ছিঃ খোকাবাবু! তোমার ছেলেমানষি আর গেল না। ওঠো ঠাকুর ওঠো, বাড়ী যাও।

সাত। যাবার যো কি বৃন্দে, প্রেমে জরজর, ওঠবার শক্তি নেই। ঝুলন-যাত্রায় পতন-যাত্রা হয়ে এখন ত্রিভঙ্গ হয়েছি।

হল। এস ঠাকুরদা, এস, তোমায় বাড়ী রেখে আসি !

সাত। না দাদা তুমি ঘরে যাও, আমি হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছি।

গণ। বিবেক করুন, আমিও শুভ করি ?

১ম প্র। বিন্দু, বুঝতে পাচ্ছ না, এ পিরীত ফিরিত নয়, এরা চুরি করতেই এসেছিল। চুরির দাবি দিয়ে পুলিসে দাও।

গণ। (সভয়ে) অ্যাঁ! বিবেক করুন গে—

হল। বিন্দু, পাহারালা ডেকে আনি, কি বলিস ?

৩য় প্র। আমুন আমুন। এই গণককার ব্যাটা সেদিন আমার ভগ্নীর ঠেঙে হোম করবার নাম করে পাঁচটা টাকা ঠকিয়ে এনেছে। আর ওঁর গুণের কথা কি বলবো, খালি কার ঘর ভাঙবেন, কার বৌ ঝি বার করবেন, এই চেষ্টাতেই ফিরছেন। ও পুলিসে দেওয়াই উচিত।

গণ। পুলিস! বিবেক করুন, তাহলে তো গেলাম।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। খোকাবাবু, আমায় শাস্তিরাম বললে, তুমি কেন চাবি এনেছ, এই কি খেলার সময় ?

হল। খেলা নয় রঙ্গিণী, খেলা নয়, এই তুব্যাটা খুনেকে বাঁধিয়ে দিই।

রঙ্গি। সে কি! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে? ছোটদা তোমায় বারবার উপদেশ দিয়েছেন না যে, তুমি কারুর সাজা দেবার কর্তা নও! তুমি চোর বলে বাঁধিয়ে দিতে যাচ্ছ, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হবে না যে, তুমি আমার ঠেঙে ভুলিয়ে চাবির থোলো এনে এই কাজ করেছ? আমি কখনও মিথ্যাকথা বলবোনা, বিনা অপরাধে কেউ সাজা পাবে এ আমি কখনও দেখবোনা।

হল। রঙ্গিণী, রঙ্গিণী, তুমি কি জান না, এরাই সর্বনাশ করেছে?

রঙ্গি। আমি জানি না? বৌ-ঠাকরুণ, যিনি আমায় খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন, যিনি আমার মার চেয়েও বড়, তাঁর বিপদের কথা আমি জানি না? ছোটদার বিপদের কথা জানিনা? ভাল, আমি জানি আর না জানি, তুমি জেনেছ ত? তুমি জেনে কি উপায় করেছো?

হল। কি করবো, এ বিপদ সাগর, আমি কি করবো।

রঙ্গি। তুমি কি করবে? আশ্চর্য! এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়। তুমি না পার, দেখ আমি উপায় করবো।

হল। অ্যাঁ! তুমি! বল কি!

রঙ্গি। ভাবছো আমি স্ত্রীলোক। কিন্তু আমার বল কত তুমি জাননা, এস, যদি সাহস থাকে আমার সঙ্গে এস, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাচ্ছি। যাও ঠাকুর, তোমরা বাড়ী যাও, পার যদি, কুপ্রবৃত্তি ছেড়ো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীকিঙ্করের ল্যাবোরেটরি।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ। পিছনে শান্তিরাম)

শান্তি। বড়মা! তোমার কোন কাটান কথা শুনবোনি, ই ভিটেয়

তোমাদের থাকতে দ্যাব না, এখনি চল। কি ল্যাবে ল্যাও। আর কিবা ল্যাবে, হরিনামের ঝুলিটে ল্যাও।

অন্ন। শান্তিরাম, ঠাকুরপোদের না বলে কি আমি যেতে পারি?

শান্তি। কেনাদের বলবা? তেনারা তোমারে পুলিসে দেবার যোগাড় করছে, আর ছোটকর্তারে পাগলাগারদে ঠেলতি চায়। ল্যাও, শিগগির যোগাড় করে ল্যাও, আমি ছোটকর্তারে ভুলায়ে ভালায়ে সাথে লিই।

অন্ন। শান্তিরাম, কি বলছিস্? এত কাণ্ড!

শান্তি। আর বলছি মোর মাথা, ওই যে বিন্দি বষ্টুমির ভিক্কে-ছেলে, যে এখন সারজন হইছে, সে বলছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাইরাবে। আজ বলে গেল বাইরেছে। তার হাতেই আইছে, বলছে যে বৌ-ঠাকরুণেরে সরায়ে রাখ, আমি সাঁজের বেলা ধরতি যাব।

অন্ন। সে কিরে! ঠাকুরপোদের বল্‌গে।

শান্তি। আরে এডা হেবলোর মেয়ে হেবলো দেখতি পাই, পরোয়ানা বার করেছে কেডা? ছোটবাবু হাকিম সাহেবেরে জানাইছিল যে ম্যাজবাবু আর তুমি, দুজনে মিলেজুলে ছোটকর্তারে বিষ দ্যাছ। ম্যাজবাবুর উকীল সেইখানে ছ্যাল, সে আবার দরখাস্ত করলে যে, ছোটবাবুতে আর তোমাতে বিষ দ্যাছ। দুজন দুজনারে ফাঁসাবার চায়, আর দুজনেই তোমারে ফাঁসাবার চায়। এখন বুঝছো, ল্যাও, চল চল।

অন্ন। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) আমি যাব না। শান্তিরাম, বাবা, আমার জন্যে ভেবো না, আমি মহাপাতকী! আমার পুলিস হওয়াই উচিত! বাপের অধিক খুড়শ্বশুরকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি।

শান্তি। তুমিও খ্যাপছো না কি? পুলিসে যাবার চাও?

অন্ন। যে শত্রুকে বিষ দেয়, রাজার সুনিয়মে তারও দণ্ড হয়; আর

আমি আমার পরম মিত্রকে স্বহস্তে বিষ দিয়েছি! হরির কৃপায় তাঁর প্রাণবধ হয়নি, কিন্তু সাধুকে আমি পাগল করেছি!

শান্তি। বড়মা, তোমার পায়ে ধরছি, একি বলছো—বেভ্রম হবে! তোমার কি দোষ, তুমি কি বিষ বলে জানছিলে, তুমি তো দাউই খাওয়াতে গেছলে। চল বড়মা চল!

(হলধর ও বিন্দুর দ্রুত প্রবেশ)

বিন্দু। বৌ ঠাকরুণ, পালাও পালাও।

হল। বৌদিদি, খানিকক্ষণ খিড়কির বাগানে লুকিয়ে থাকগে।

অন্ন। কেন খোকা ঠাকুরপো?

বিন্দু। ওগো বলবো কি, পুলিসে তোমায় ধরতে আসছে।

অন্ন। আমি শুনেছি। আসুক, আমি যেতে প্রস্তুত।

বিন্দু। ঐ এলো, তুমি একটু লুকোও, তা হলেই সে চলে যাবে। সে আমার ভিক্ষে-পুত্তুর, যার ইস্কুলের মাইনে তুমি দিতে, সে পারতপক্ষে তোমায় ধরবেনা।

(দিনু ইন্‌স্পেক্টার ও সাতকড়ি চাটুয্যের প্রবেশ)

সাত। (কপট দুঃখে) ওগো বৌঠাকরুণ, সর্বনাশ হলো গো।

দিনু। ঠাকুর, তোমার সনাক্ত আমি নেব না, তোমার বাবুদের ডাক, তাঁরা দুজনেই বাড়ী আছেন আমি দেখেছি। যাও তাঁদের ডেকে আন। তাঁরা না সনাক্ত করলে আমি ধরবো না, আমি ফিরে চলে যাব। তুমি জালিয়াৎ, তোমার সনাক্ত আমি নেব না। দুজন স্ত্রীলোক রয়েছে—কাকে ধরবো?

সাত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি যাচ্ছি।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

দিনু। হলধরবাবু, কি করছ? এখনও আমি ফিরে দাঁড়াই, সরিয়ে দাও।

অন্ন। দিনু, তুমি কি বলছো? তুমি তো আমায় চেনো?

দিনু। কে আসামী চিনি না, কার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে আমি জানি না।

অন্ন। দিনু, তোমাকে আমি বরাবর সচ্চরিত্র বলে জানি, যার নেমক খাও, তার কাজ কেন করছ না? তুমি মনেজ্ঞানে জান আমায় ধরতে এসেছ, তবে কেন ঠাকুরপোদের ডাকছো?

দিনু। মা, আমরা পুলিস, আমাদের মনেজ্ঞানে কিছু জানবার যো নেই, জানবার হুকুম নেই, জানবার আইন নেই। চুরি ডাকাতি খুন হলে ধরতে হবে, নৈলে দুর্নাম হবে, কর্ম যাবে, মনেজ্ঞানে আমাদের কিছু জানবার অধিকার নেই। আসুন, আসুন, আপনারা দুজনে সনাক্ত করুন কাকে ধরবো। এই যে এসেছেন, চাটুয্যে মশাই এগিয়ে নিয়ে আসুন, ওদিকে ওঁরা লুকোচুরি খেলছেন কেন? দেখিয়ে দিন কে ওঁদের বৌ।

(যাদব, মাধব ও চাটুয্যের প্রবেশ)

অন্ন। ঠাকুরপো তোমরা এস, আমি তোমাদের দুভাইকে আশীর্বাদ করে যাই। তোমরা কিছু মনে কোরোনো, আমার সাজা পাওয়াই উচিৎ।

হল। বৌদিদি, বৌদিদি, তুমি ভাবছো কেন? আমি যেমন করে পারি, তোমাকে খোলসা করে আনবো।

অন্ন। খোকাঠাকুরপো, তুমি কি মনে করেছ, আর আমি এ ভিটেয় ফিরবো? কুলের কুলবধু হয়ে পুলিসে যাচ্ছি, আর এ প্রাণ রাখবো? আমি অনেক দিন তাঁকে ভুলে সংসার নিয়ে আছি, এবার আমি তাঁর কাছে যাব।

দিনু। মশাই. আপনারা কেউ সনাক্ত করবেন তো করুন, নয় আমি ফিরে গিয়ে রিপোর্ট লিখবো যে কেউ সনাক্ত করলে না।

যাদ। ইনিই আমাদের বড়বৌ।

দিম্বু। মাধববাবু, আপনিও তো সনাক্ত করতে এসেছেন যে ইনি আপনাদের বড়বৌ? আপনাদের ছেলাম মশাই,—পুলিসের কাজে অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন দেখি নি; আর চাটুয্যে মশাই, আপনি যদি পরামর্শদার হন, তা হলে আপনার মত মানুষ জেলেও নেই।

(কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোড়দা ছোড়দা, ওই দেখুন, বড়বৌঠাকরুণকে পুলিসে ধরতে এসেছে, এখনও আপনি পাগল রয়েছেন?

কালী। রঙ্গিণি! তবে কি হব, পাগল হব নাতো কি হব? তুমি বুঝছ না। পাগল হওয়াই ভাল! রঙ্গিণি, আমি কাঁদতে পাচ্ছি না, কাঁদতে পাচ্ছি না, বুকটা আমার চেপে ধর, খুব জোরে চেপে ধর, চেপে ধরে একটু চোখ দিয়ে জল বার করে দাও।

রঙ্গি। ছোড়দা, দেখছেন না, ইনস্পেক্টর এসেছে! আপনার কুলের কামিনীকে ধরে নিয়ে যাবে!

কালী। আমার কি! আমি কুলছাড়া, আমি পাগল! তুমিই বা কি উপায় করবে, আমিই বা কি উপায় করবো? দেখছো না, যাদববাবু এসেছে, মাধববাবু এসেছে, চাটুয্যে মশাই পেছনে আছেন; আমায় যে এখনও বাড়ীতে স্থান দিয়েছে, পাগলাগারদে দেয় নি, এই ঢের। মাধব যাদব, এগিয়ে এস, কি করবে কর। ওদিকে কেন? দুভায়ে ঠাউরে দেখ, কে কোন্ কাজ করবে; আমাকেই বা কে গারদে দেবে, আর বৌমাকে কে পুলিসে দেবে! এস, এস, একটা শলা করে মিটিয়ে ফেল, আপনারা না বুঝতে পার, চাটুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা কর।

[যাদব মাধব ও চাটুয্যের প্রস্থান।

দিম্বু। মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে! আপনারা যাচ্ছেন যে!

তবে আমিও চললুম, সনাক্ত না করলে আমি গ্রেপ্তার করতে পারব না। আপনারা সবাই সাক্ষী, কেউ সনাক্ত করলেন না।

[ছুটিয়া গিয়া অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া দ্রুত প্রস্থান।

কালী। রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! পালাই চল, পালাই চল, আজ কাটলো, কাল কাটবে কি না জানি না! বাব্বা! 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। পলাই চল, পলাই চল! [প্রস্থান

মঞ্চ অন্ধকার। দু'মিনিট। আলো।

(সাতকড়ি ও হলধরের প্রবেশ)

সাত। দাদা, তোমার ওপর সে-দিন থেকে যে আমার কি ভক্তি হয়েছে, তা তোমায় কি বলবো! হাঁ, কায়েতের ছেলে বটে! কথায় বলে বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।

হল। ঠাকুর্দা, আমি ত মামার ভাতে আছি, আমার ওপর হঠাৎ এত অনুগ্রহ কেন?

সাত। দাদা, তুমি আমায় বিশ্বাস করছনা, আমার প্রকৃতি অতি সরল, আমি আমুদে লোক।

হল। তা এ বছর খুব আমোদে আছ, কি বল? এই আকাল পড়েছে, তার ওপর ভূমিকম্প, মারিভয়।

সাত। ওতে কি আমোদ হবে বল? পল্লিগ্রামে কোথায় কি হচ্ছে আমার ও রকমে আমোদ নেই।

হল। এতেও বুঝি মন উঠছে না দাদা।

সাত। আমার যাতে হাত নেই তাতে আমার আমোদ নেই। একটা কৌশল করলুম, সরিকান বিবাদ বাধলো, ঝমাঝম মোকদ্দমা মামলা চলতে লাগলো, দুপক্ষকেই ওস্কাতে লাগলুম, আমোদ হলো।

কারুর বৌঝি বেরুল, একটা দলাদলি বাধলো, আমোদ হলো। দাদা, তুমিও তো আমার রীতের মানুষ, তুমি ত বুঝতেই পাচ্ছ, এই সেদিন আমাদের বাঁধিয়ে দেবার যোগাড় করেছিলে, দেখ দেখি কতটা আমোদ।

হল। হ্যাঁ, তা খুব আমোদ বটে। দুঃখ রইল—বাঁধাতে পারলুম না।

সাত। তা বটে, তা বটে। তুমি ক্ষণজন্মা, তোমার যা কৌশল, আমি তোমার কাছে কোথায় লাগি।

হল। তা ঠাকুরদা, অনেকক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা তো করছো, এখন আসল পালাটা কি সুরু কর!

সাত। পালা আর কি! এই বাড়ীঘর বিষয়আশয়—সর্বস্ব তো তোমার।

হল। এমন?

সাত। উপহাস করছ! কথাটা শোন—তোমার বড়মামা বুঝেছিলেন যে, দুটোছেলে বাঁদর হলো; তাই ছোট ভাইয়ের নামে সর্বস্ব করতে চান, তোমার ছোটমামা রাজী হন না, কিন্তু তিনি তা না শুনে তাঁর উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে উইল করে যান যে আমার ছোট ভাইয়ের সর্বস্ব, আর সেই উইল রেজেষ্টারি আফিসে ডিপজিট রাখেন। আমি সব জানি।

হল। তা যদি ছোটমামারই বিষয় হয় তো আমার কি?

সাত। তোমার কি! ভাইপোদুটো বয়াটে, তোমার নামে তাই দানপত্র করেছেন। এই আর কি!

হল। বুঝেছি ঠাকুরদাদা বুঝেছি, তোমায় জেলে দিতে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় কালাপানি পাঠাবে। একখানা জাল দানপত্র করতে বলছো ত?

সাত। আরে তুমি ভাবছো কেন, আমি তাতে সাক্ষী।

হল। সে দানপত্র কোথায় ?

সাত। তোমার ছোটমামা দানপত্র করে দেবেন।

হল। উনি পাগল, ওঁর দানপত্র মঞ্জুর হবে কেন ?

সাত। এক মাসে আগে ত পাগল ছিলেন না। ভাইপোরা বয়াটে হয়ে গেল তাই সেই সময় রেগে ভাগ্‌নের নামে সম্পত্তি লিখে দিলেন।

হল। ঠাকুরদা, সাকৃরেদ করবে ত একটু একটু করে বুঝিয়ে দাও, একেবারে ভারি পড়া দিলে পারবো কেন বল ?

সাত। আজ কি তারিখ, দোসরা শ্রাবণ। পাঁচুই জ্যৈষ্ঠীতে তোমার মামা পাগল হন নি, তার অকাট্য প্রমাণ আছে, সাতুই জ্যৈষ্ঠীতে দুজন মস্ত সাহেব তোমার মামার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তারাও ইলেকৃটিকৃটিকি করে,—ইলেকটিকিটিকরি কথা কইতে এসেছিল—তারা সাক্ষি দেবে যে, তোমার ছোটমামা প্রকৃতিস্থ ছিলেন। আর এতো জানা কথা যে ওষুধ বলে বড়বৌ বিষ দিয়েছিল, তাইতে মাথা খারাপ হয়েছে।

হল। তা দাদা, সাক্ষিসাবুদ ঠিক করে রেখেছ, খালি দলিলখানি জাল করতে হবে, কি বল ?

সাত। কিছু শক্ত না, শুধু রঙ্গিকে হাত করলেই হলো, চৌঠা তারিখের ষ্ট্যাম্প কাগজ একখানা হাজার টাকা খরচ করলেই পাওয়া যায়, সে টাকা আমিই গাঁট থেকে খরচ করবো। মনে কোরো না যে তোমার ঠাকুরদাদা ছেঁড়াপোঁদা, সুদেটুদে খাটিয়ে কিছু করেছি, এ কথা কাউকে বলিনি, তুমি আমার হৃদবন্ধু, তাই তোমার কাছে ফুটলুম্।—আর ষ্ট্যাম্প না পাওয়া যায় একখানা উইল লিখে নিয়ে আপাতত সম্পত্তি ত আটক কর।

হল। তোমায় কি দিতে হবে ?

সাত। একটি পয়সা না। আমি তো তোমায় বল্লুম, আমি আমুদে

মানুষ, আমোদ হলেই হলো। বিশেষ তোমার টাকা, গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত! তবে বিন্দিকে কিছু দিতে হবে, বেশি না, শ' পাঁচেক লাগে ত ঢের, তা হলেই রঙ্গি হাত হলো।

হল। রঙ্গি কি করবে?

সাত। তবে আর উইল লেখাবে কে? রঙ্গি ভিন্ন কি একাজ হয়? রঙ্গি যা বলবে ছোটবাবু তাই করবে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। খোকাবাবু খোকাবাবু। বিন্দির ভিক্ষে ছেলে খপর আনছে নাকি রঙ্গিনী ম্যাজেষ্টের সাহেবেরে সব বোঝায়ে আইছে আর সাহেব পরোয়ানা তুলে নেছে। ধর্ম কি নেই, এখনও রাতদিন হতিছে, চন্দর সূর্য উঠ্‌তিছে, জুয়ার ভাঁটা খেল্‌তিছে।

হল। দিদু কোথা?

শান্তি। সদোরে আছে, তোমায় ডাক্‌তিছে, যাও।

[হলধরের প্রস্থান।

সাত। হুঁ! রঙ্গি বেটি সব পারে, বুঝেছি।

শান্তি। বুঝেছ কচু, আর বোঝবা কি? যা বুঝবার তা ত বুঝে নিয়েছ! বামুনের ঘরে এমন চাঁড়ালও পয়দা হয়!

সাত। শান্তিরাম, মনে করছো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেটেছে, তোমাদের বড়বৌয়ের আর ভয় নেই, আর এদিকে যে খোরাকী রদের নালিস হচ্ছে তার খবর রাখ?

শান্তি। কিসের খোরাকী! ও যায় যাক। ভিটে বেচে বড়মারে খাওয়াব; আমি আছি, বৌ আছে, দুডো ছ্যালে আছে, ভাইডে আছে, ক জনে ভিক্ষা ম্যাগে অ্যানেও ছোট কর্তারে আর বড় মাকে খাওয়াতে পারবো না? মোরা দুজনারে স্থাশে নে যাব। তোমার মুখ আর না দেখ্‌তি হয়।

সাত। আর বদনামের কি ঠাওরালে ?

শান্তি। কিসের বদ্‌নাম। সবাই জানছে তুমি ওষুধ বলে ভুলায়ে বিষ দেছ।

সাত। আহা, কথাটাই শোন।

শান্তি। আর শুনৃতি চাইনে, তুমি যাও।

সাত। তোমার বাবুরা বড়বৌ ঠাকুরুণের নামে এমন দাগ দেবে যে তিনি গলায় দড়ি দেবেন, তা তুমি শুনতে না চাও আমি চললুম।

শান্তি। তা কি শুনি শুনি—কও দিনি।

সাত। সেদিন তো তুমি জান, ছোটবাবু তাড়া করলেন, আমি ভয়ে গিয়ে বড়বউ ঠাকুরুণের ঘরে লুকুলুম, এই নিয়ে নানান কথা উঠেছে, ছোটকর্তাই তুলেছেন যে বড় বৌমা ঘরে পরপুরুষ লুকিয়ে রাখে।

শান্তি। দাঁড়াতো বামুন তোর জিহ্বাটা মুই ছিঁড়ে বার করছি।

সাত। দোহাই বাবা! আমার দোষ নেই বাবা।

[প্রস্থান। পিছনে শান্তিরাম।

মঞ্চ অন্ধকার। দু'মিনিট। আলো।

(অন্নপূর্ণা, রঙ্গিণী ও বিন্দুর প্রবেশ)

অন্ন। রঙ্গিণি! চিঠি পড়েছ ?

বিন্দু। কিসের চিঠি জান গা, তোমার দেওররা বলছে যে আর খোরাকি দেবেনা।

অন্ন। রঙ্গিণি! এই কি ? আর কিছু না? চুপ করে রয়েছ যে? সত্যি বল। তুমি কেন কথা কচ্ছ না ? আগুণে কাপড় চাপা দিলে ত আগুণ নিববেনা মা। কি হয়েছে আমায় বল।

রঙ্গি। মা তুমি বল, আমি ও কথা মুখে আনতে পারবোনা।

অন্ন। বোষ্টুমি দিদি! তুমি বলতে ভয় পাচ্ছো কেন? কাকাবাবুকে কি ধরিয়ে দিয়েছে?

বিন্দু। না দিদি। কি শুনবে বল, চাটুয্যে ছোটকর্তার ভয়ে তোমার ঘরে লুকিয়েছিল। তাই নিয়ে—

অন্ন। বোষ্টুমি দিদি, বুঝলুম। ভগবান ফলদাতা। আমার পাপের ফল ফলেছে।

রঙ্গি। বড় মা, তুমি অমন কথা মুখে এনোনা। তোমার পাপ! তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হয়, তোমার দর্শনে মহাপাপীর পাপ যায়।

অন্ন। রঙ্গিণি! তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, আমি বিধবা, ভুঁঞে শুইনে কেন, দেব সেবায়, পতির ধ্যানে দিবা রাত্রি থাকিনে কেন; যে ঘরে তিনি থাকতেন সে ঘরে পরপুরুষকে যেতে দিয়েছি কেন, পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয়েছি কেন—

বিন্দি। বৌঠাকরুণ! তুমি অমন করছো কেন? উকীল মড়াদের যা বলবে তাই লিখে দেয়, তোমার কুলাঙ্গার দেওররা তোমার গায়ে দাগ দিতে চায় বলে কি তোমার গায়ে দাগ লাগবে! চাঁদের গায়ে কেউ কি থুতু দিতে পারে? তোমার শ্বশুর তোমায় খোরাকী দিয়ে গেছে, ওরা না বললেই না, আমরা বলবোনা? আমরা জানিনে যে ছোটকর্তা তাড়া দিয়েছিল, তাই প্রাণভয়ে চাটুয্যে মড়া তোমার ঘরে লুকিয়েছিল! জজ-সাহেব তো তোমার দেওরদের মত ঘাস খায় না, তাঁদের সুক্ষ্ম বিচার।

অন্ন। বোষ্টুমি দিদি, তুমি কি মনে কর, এ কালামুখ আমি হাকিমকে দেখাব? কি এই কথা আদালতে গিয়ে ঘোঁট করবো? তাঁর নামে অনেক দাগ দিয়েছি আর কেন?

(গমনোদ্যত)

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

অন্ন। এক যায়গায় তো যেতে হবে, এখানে তো আর আমার যায়গা নেই।

বিন্দু। চল, আমাদের বাড়ীতে চল।

অন্ন। না বোষ্টুমি দিদি, এ অনুরোধ আমায় কোরো না। আর আমি লোকালয়ে থাকবো না।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! আমি ক'টা বল দেখি?

রঙ্গি। ছোড়দা ছোড়দা, শুনুন, এখানে সর্বনাশ।

কালী। সর্বনাশ তো হয়েইছে, তা কি আমি জানি নি! ও আর কি শুনবো। তুমি শোন। বল দেখি? পারলে না, বলতে পারলে না। —আমি দুটো।

রঙ্গি। ছোড়দা! বড় বৌঠাকরুণ কি বলছেন!

কালী। আমায় বলে কি করবেন, আমায় বলে কি হবে, সে আসুক তাকে বলবেন। সেও আমি, আমিও আমি; কিন্তু তার কি হয়ে গিয়েছে, সে পাগল আমি নই, সে আর-একরকম আমি, আগেকার মত আমি, সে আমি আমার কাছে এসে বোঝায়, সে আমি আমার কথা শুনতে বলে; রঙ্গিণি, এ আমির কাছে এসনা, সে আমি তোমায় পড়াবে, তোমায় আদর করবে, তোমায় ভালবাসবে, তোমার ভালর চেষ্টায় থাকবে, আর এ আমি ভাল না, ভাল না!

অন্ন। কাকাবাবু, আমায় বিদায় দিন। আমি আপনার চরণে বিদায় নিয়ে ইষ্ট দেবতার পুজো করিগে।

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

কালী। বিদেয়? পালাবে! বেশতো, চল চল, পালাই চল, পালাই চল, শিগগির চল, সে আমি না আসতে আসতে চল, সে এল বলে, ঐ আসছে, ঐ বলতে বলতে আসছে, ঐ শোন, ঐ বলছে, আমার বৌমা

আমার মা, আমার ছ' বছরের মেয়ে, আমার গোকুলচন্দ্র, আমি কোলে করে মানুষ করেছি, আমার বুকের ধন, আমার কোলের ছেলে, ওমা, ওমা, কি হলো !

(অপ্রকৃতিস্থ ভাব)

রঙ্গি। (কালীকিঙ্করকে নাড়া দিয়া) ছোড়দা ! কি করছেন ?

কালী। বৌমা, বৌমা যাবেন, কোথায় যাবেন ? ওঁর যে কেউ নেই। গোকুলকে যমকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এঁকে কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। রঙ্গিণি, তুমি পাগল হতে মানা কোরোনা। বড় যন্ত্রণা ! বড় যন্ত্রণা ! পাগল না হলে সামলাতে পারতুম না ! সে আমি গেছে, কেঁদে পালিয়েছে, হুয়ো ! কেঁদে পালিয়েছে ! এস এস, পালাই চল, পালাই চল।

[প্রস্থান

মঞ্চ অন্ধকার। এক মিনিট। আলো।

(মাধবের প্রবেশ। পিছনে শান্তিরাম)

শান্তি। মেজবাবু, সর্বনাশ হলো, সর্বনাশ হলো, বড়মা গোস্বা করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

মাধ। তা তোর কি ?

শান্তি। কুলের বৌ চলি যাতিছে, আর বলতিছ আমার কি ?

মাধ। যে বেরিয়ে যাবে তাকে কে কি করবে। আর মানে মানে আপনি বেরুচ্ছে এই ভাল, নাহলে পেয়াদায় হাত ধরে টেনে বার করতো।

শন্তি। মেজবাবু, যোড়হাত করে একটা কথা আপনাকে নিবেদন কচ্ছি। শুনতি পাই আপনারা নাকি বারোয়ারী করে সভা করেন, ছাশের লোক খাত্তি পায় না—সব খাত্তি ছ্যান, খাজনা কমাবার চান। আর ইদিকে

ঘরের মধ্যি মোকদ্দমা বেদিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করতিছ, ভাজেরে গলাধাক্কান দিচ্ছ, খুড়োরেও গলাধাক্কান দেবার জোগাড় করতিছ, —এটা কি তোমাদের গুণ, না তোমাদের নেখাপড়ার গুণ। আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমাদের মধ্যি এডা হতি পায় না; ঘরোয়া কেজিয়া বাইরে বার করতে দিই না। পাঁচজন মুরুব্বি ধরে মেটাই। মার পেটের ভাই কি খুড়ো জ্যাঠা, এক কাঠা জমি যাসতি চাচ্ছে, মুরুব্বিরি বলে ছাড়ানদে, আমরাও ছাড়ান দিই। পাঁচ বিঘা বেচে এক কাঠা বাঁচাবার জোগাড় করি না। আমরা বুঝি কি জান? ভাইডে খেলে কি খুড়োয় খেলে, আপনার রক্তের সামগ্রীই তো ভোগ করলে।

মাধ। স্তাখ ব্যাটা, মুখ সামলে কথা ক, আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছিস। জুতো খেয়ে দূর হবি জানিস?

শান্তি। এখানে থাকবে কেডা যে আপনি দূর করবেন। ছোটকর্তার মায়ায় পড়ি যাতে পারিনে, তাই তেনারি যখন জায়গা নেই তখন মোরা কোথায় থাকব। আমুও আলোয় আলোয় পথ দেখি।

মাধ। আরে শোননা, রাগ করিস কেন? এই নে, এই নে, এই নোটখানা নে।

শান্তি। আচ্ছা নিতেছি, কি বলতিছ শুনি।

মাধ। হাঁরে, রঙ্গি কি করে রে?

শান্তি। বলতিছি, বলতিছি, আর কি স্থধাবে স্থধাও।

মাধ। আমার সঙ্গে তার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারিস, আমার তাকে বিশেষ দরকার।

শান্তি। ও কাজটা আমা হতি পাবানা, মেজবাবু, রঙ্গিকে তুমি চেন না, ও মৎলব কোরো না! ভাবতিছ ছোটঘরের মেয়ে, কিন্তু রঙ্গির যদি নিশ্বাস পড়ে, যেমন সোণার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, তেমন তোমরাও ছারখার হবা। [প্রস্থান

মাধ। আরে শোননা, শোননা, হাজার টাকা নগদ দেব। আঁ্যা, চলে গেল। আমি ত আগেই বলেছিলাম শাস্তে ব্যাটা ভারি পাজী। কৃষ্ণধনবাবু বল্লে, টাকায় কিনা হয়?

[প্রস্থান

মঞ্চের আলো কমিয়া গেল। মিনিট দুই পরে ধীরে ধীরে জ্বলিল।

(কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর প্রবেশ)

কালী। সব তো শুনলুম, এখন তুমি বাড়ী যাও।

রঙ্গি। তোমায় কার কাছে রেখে যাব?

কালী। তবে থাক। তুমি কতদিন পাগল হয়েছ?

রঙ্গি। আমি পাগল হইনি।

কালী। আমার একটি কথা শোন। আমার ব্যথা লাগে না, তলোয়ারের চোট মার, ব্যথা লাগবে না, পৃথিবী শ্মশান হলে ব্যথা লাগবে না। কেবল এক যায়গায় ব্যথা আছে, এক জায়গায় ভাবনা আছে, আমি আর কিছু ভাবিনে, শুধু তোমার জন্যে ভাবি। কেন বলতে পার? এ ভাবনা যায় কিসে বলতে পার? তুমি চোখের ওপর থাকতে যাবে না, তুমি দূর হও।

রঙ্গি। ছোটদা, মনুষ্যত্ব হারিয়োনা, তুমি একটু চেষ্টা কর, এখনি আরাম হবে!

কালী। মিথ্যাবাদী নও জানি, মিথ্যা বলছনা জানি, বুঝতেও পারি, কিন্তু…

রঙ্গি। তবে তুমি আরাম হচ্ছো না কেন? ছোটদা, আমার এই অনুরোধটি রাখ, তুমি আরাম হও।

কালী। আরাম হইনি কেন জান? আগে লোকে কেন পাগল হয়,

শোন। পুত্রশোকে পাগল হয়, ভাল হলে তার ছেলেকে মনে পড়বে, যন্ত্রণায় প্রাণ বেরুবে। তাই পাগল থাকে। সর্বস্বান্ত হয়ে পাগল হয়, ভাল হয়ে দেখবে আশ্রয়হীন। পেটের ছেলে খুন করতে এসেছে, ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়েছে, ভাল হলে মনে পড়বে, আবার পাগল হবে। অকৃতজ্ঞতা বিষ, রাবণের চুলির মত জ্বলে, মলেও চুলি জ্বলতে থাকে, জ্বালা নেবে না।

রঙ্গি। ছোটদা, সংসারে যদি অকৃতজ্ঞতা না থাকতো তা হলে কৃতজ্ঞতার আদর কিসের? অধর্ম যদি না থাকতো, তবে ধর্মের আদর কিসের? অসত্য যদি না থাকতো তা হলে সত্যের আদর কিসের?

কালী। যা যা, কালকের ছুঁড়ি আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছে! দূর হ, কেন আর যন্ত্রণা বাড়াস।

রঙ্গি। আমি তো তোমায় বলেছি আমি যাব না।

কালী। আচ্ছা, তুমি এখন এখান থেকে গেলেই আমি ভাল হব।

রঙ্গি। ছোটদা, তুমি মনে করেছো আমি গেলেই তুমি সরে যাবে, না? আমার মা ডেকেছিলেন তাই একবার গিয়েছিলুম, আর তোমার কাছ থেকে যাব না। যাতে তুমি ভাল হও,—আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি, ছোটদা, বলতে পারিনে তোমার যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশী কিনা।

(কালীকিঙ্কর অন্যমনস্ক হইলেন)

কালী। ভাল হব? ভাল হয়ে কি করবো?

রঙ্গি। অনেক কাজ আছে, পৃথিবীর অনেকের উপকার হবে।

কালী। তাতে আমার কি?

রঙ্গি। ছোটদা, এ কথার উত্তর তুমি আমায় শেখাওনি, পরোপকারে কি লাভ তা তুমি আমায় শিক্ষা দাওনি?

(কালীকিঙ্কর কি যেন ভাবিতে লাগিলেন)

রঙ্গি। ছোড়দা!

কালী। অ্যাঁ।

রঙ্গি। কি ভাবছ?

কালী। ভাবছি! ভাবছি! ভাল হব?

রঙ্গি। হ্যাঁ।

কালী। তুমি সত্যি সত্যি বল আমি ভাল হয়েছি।

রঙ্গি। আমি সত্যি বলছি তুমি ভাল হয়েছ।

(কালীকিঙ্কর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে উপর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল। তাহা লক্ষ্য করিয়া রঙ্গিণী তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল)

কালী। (চাপা উদ্বেল কণ্ঠে) আমি ভাল হয়েছি, আর আমি পাগল নই। রঙ্গিণী, আর আমি পাগল নই। রঙ্গিণি!

রঙ্গি। ভগবান এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন! ছোটদা!

কালী। রঙ্গিণি!

(কালীকিঙ্কর রঙ্গিণীর হাত ধরিলেন)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালীকিঙ্করের বহির্বাটি

কৃষ্ণধন বসু ও সিদ্ধেশ্বর দাস বেঞ্চে আসীন।

কৃষ্ণ। আমিও চিঠি পেয়েছি। উইল সত্যি হলে তো দুজনেই ফাঁকে পড়লুম।

সিদ্ধে। আরে সত্যি হলে কি বলছো! রেজিষ্ট্রারের কাছে ডিপোজিট ছিল, তিন বৎসর হয়ে গেলেও একটা আপত্তি হতে পারতো, এই সবে দুবচ্ছর দশ মাস হয়েছে।

কৃষ্ণ। এখন উপায় কি?

সিদ্ধে। তোমার তো উপায় যা হোক এক রকম করেছ, আমি যে অর্ধেক শেয়ার বাঁধা রেখে ঘর থেকে খরচা দিয়েছি।

কৃষ্ণ। আর আমিই বুঝি খরচা পেয়েছি? তুমিই তো ইন্‌জংসন্ বার করে নগদ টাকা আটক করেছ। তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা।

সিদ্ধে। আচ্ছা, ডোকে কিছু কব্‌লালে হয় না?

কৃষ্ণ। তুমি কি মনে কর আমি কসুর করেছি? তোমার সঙ্গে না পরামর্শ করেই অর্ধেক দিতে চেয়েছি।

সিদ্ধে। তা সে কি বললে?

কৃষ্ণ। ঐ চাটুয্যে আসছে। চাটুয্যের কাছে শোন।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

চাটুয্যে মশাই, ডো কি বলেছে বল।

সাত। আরে মশাই, ডো ব্যাটা ভারি পাজী, বললে সমস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যায় কাজ করতে পারবো না।

কৃষ্ণ। ব্যাটা কি হিপক্রিট দেখেছ!

সাত। মশাই, একা ওঁকেই দুষছেন কেন, ঠক বাছতে গাঁ উজোড়। উকীল ব্যাটাদের আজকাল ধুয়ো হয়েছে কি জানেন, বলে আমরা জোচ্চ্‌রী নিবারণ করবো হলপ করেছি, বিচারের সহায়তা করা আমাদের কাজ, দেশের আইন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম। এই এমন সব বেকুবদের আপনি কি বোঝাবেন!

সিদ্ধে। বেকুব নয় হে বেকুব নয়। বেশী খাঁই, বুঝতে পার না!

সাত। আজ্ঞে না, বেকুবই বটে। অনেকে মিথ্যা মোকর্দমা জানলে নেয় না। না হলে আপনাদের অনুগত হয়েছি কিসে, আপনাদের গুণে না?

কৃষ্ণ। আচ্ছা চাটুয্যে, তুমি একটা মৎলব বার কর, এখন কি করা যায়। যথাসর্বস্ব বাঁধা দিয়ে ঘর থেকে টাকা বার করে আউট-পকেট হওয়া গেছে।

সাত। বড় শক্ত ব্যাপার! বড় শক্ত সমিস্তে! ডো ব্যাটা কি কম পাজী, মেডিক্যাল বোর্ডে এগজামিন করিয়ে সার্টিফিকেট নিয়েছে যে ছোটকর্তা পাগল নয়। তা সে যাই হোক! একটা কথা ভাবছি!

উভয়ে। কি? কি?

সাত। কালীকিঙ্কর আদালতে আনাগোনা করতে পারবে না বলে হলধরটার নামে মোক্তারনামা দিয়েছে, তাকে বাগিয়ে যদি কিছু করতে পারেন।

কৃষ্ণ। সে তোমায় করতে হবে।

সিদ্ধে। চাটুয্যে, তোমার হাতেই আমাদের মরণ বাঁচন।

কৃষ্ণ। কিন্তু ডো থাকতে হলধরকে দিয়ে যে কিছু হয়, এমন তো আমি বুঝি না।

সাত। আর একটা ব্রহ্ম-অস্ত্র আছে, যদি রঙ্গিকে হাত করতে পারা যায়, তাহলে ডোই বলুন, আর সোই বলুন, সব ভেসে যাবে। আমাদের কেল্লা ফতে হবে।

সিদ্ধে। শুনতে পাই বুড়োর সঙ্গে তার নাকি ভারি আশনাই?

সাত। হ্যাঁ, তাই তো বলছিলাম, যদি তাকে হাত করা যায়।

কৃষ্ণ। আমাদের মিছে বলছো, সব তোমাকেই করতে হবে। ওই যে ওরা আসছে। দেখি ওরা কি বলে।

(যাদব ও মাধবের প্রবেশ)

মাধ। মশাই মশাই, সর্বনাশ হলো।

কৃষ্ণ। তোমরা জোচ্চোর, জোচ্চোরের সর্বনাশ হবে না তো কি? বিষয় নেই আশয় নেই, পার্টিশন স্যুট করতে গেলেন! দুজন এটর্নির সর্বনাশ করেছ তা জান?

যাদ। মশাই শুনতে পাচ্ছি আমাদের নামে ক্রিমিন্যাল ওয়ারেণ্ট বেরুবে।

সিদ্ধে। তোমাদের ক্রিমিন্যাল জেল হওয়াই উচিত।

কৃষ্ণ। (মাধবকে)। দেখ, রঙ্গিদের বাড়ীটা ছেড়ে দাওগে যাও।

মাধ। আজ্ঞে, সেও তো আপনার কাছে বাঁধা।

কৃষ্ণ। আমি সে ছেড়ে দিচ্ছি। আর শোন, আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, তুমি দেখা করিয়ে দিতে পার?

মাধ। আজ্ঞে, সে আমি কি করে দেখা করিয়ে দেব?

সিদ্ধে। (যাদবকে) তুমি পার?

যাদ। আজ্ঞে না।

কৃষ্ণ। তবে তোমরা দু' ভাই দূর হয়ে যাও।

সিদ্ধে। জেলেই যাও তোমরা।

মাধব। মশায়, জেলে গেলে……

কৃষ্ণ। আঃ!

সিদ্ধে। বিদেয় হও, বিদেয় হও।

মাধ। মশায় জেলে গেলে আর বাঁচবো না, পাথর ভেঙেই মরে যাব।

কৃষ্ণ। ত্যক্ত করো না, চলে যাও।

সিদ্ধে। দূর হও এখান থেকে।

যাদ। মেজ দা, চোখ খুলেছে কি?

মাধ। খুলেছে।—কিন্তু এখন আর কি হবে?

সিদ্ধে। চলে যাও এখান থেকে। অন্য কোথাও গিয়ে চোখ ফুটোফুটি খেলগে।

মাধ। মশাই, রক্ষা করুন।

যাদ। মেজদা আর ইজ্জৎ খোয়াচ্ছ কেন?

মাধ। যাদব, কোথায় যাব—কি করবো?

যাদ। কাকাবাবুর পায়ে পড়িগে চল।

মাধ। যেদো, ঠিক বলেছিস।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধে। চাটুয্যে, রঙ্গির সম্বন্ধে কি করা যায় বল!

সাত। আজ্ঞে, আমি কি বলব? আপনারা মতলব ঠাওরান।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তুমি এসো আমার চেম্বারে। একটা প্ল্যান করা যাক।

সাত। আপনারা এগোন। আমি যাচ্ছি।

[সিদ্ধেশ্বর ও কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

সাত। ইচ্ছে হচ্ছে, দিই দু' ব্যাটাকে ফাঁসিয়ে। আমায় ছাড়বে না। না ছাড়ুক। আর ক' দিনই বা বাঁচবো! না হয় আমায় শুদ্ধ জেলে

দেবে। কিন্তু চোখের সুখ তো করব। আহা, বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা! উকীলের জেল! খুব আমোদ হয় তাহলে।

[প্রস্থান।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল কালীকিঙ্কর বই পড়িতে পড়িতে বাহিরে আসিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন এবং বই পড়িতে লাগিলেন)

কালী। When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. No, I will weep no more. Blow wind and crack your cheeks, crack nature's moulds, kill at once all the seeds that make ungrateful man.

(যাদব ও মাধবের প্রবেশ। পিছনে শান্তিরাম)

মাধ। কাকাবাবু, আমাদের বাঁচান কাকাবাবু!

কালী। সে আবার কি কথা? এই যে ভায়ে ভায়ে মিল হয়েছে দেখছি।

(যাদব ও মাধব কালীকিঙ্করের পায়ের কাছে বসিল)

মাধ। কাকাবাবু, মাপ করুন। পরের পরামর্শে ঝগড়া করে ফেলেছি, দু'ভায়ে বুঝতে পারি নি।

কালী। পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেছ, খুড়োকে বিষ দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ ছেলেবেলা থেকে শুনেও বোঝনি যে এ সব কুকাজ!

যাদ। কাকাবাবু, কাকাবাবু, বুঝতে পারি নি।

কালী। বুঝতে পারনি কেন, সমস্তই বুঝতে পেরেছিলে। আপনার পায়ে কাঁটা ফুটলে অস্থির হও, আর বুঝতে পারনি যে পরকে বিষ খাওয়ালে তার যন্ত্রণা হবে? জেলের ভয়ে অস্থির হয়ে আমার পায়ে ধরতে এসেছ, সেই জেলে মাতৃবৎ বড় ভাজকে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে! বুঝতে পারনি যে জেলে কষ্ট আছে—গেলে তাঁর ক্লেশ হবে! সমস্তই বুঝেছিলে, কিন্তু আত্মসুখের বশবর্তী হয়ে, পরের বেদনা উপেক্ষা করেছ। তোমাদের সাহায্য করা মহাপাপ,—সমাজবিরুদ্ধ পাপ, ন্যায়বিরুদ্ধ পাপ, নীতিবিরুদ্ধ পাপ।

শান্তি। তুমিও বুদ্ধিহারা হয়েছ? তা বেশ হয়েছে।

কালী। কি বলছিস শান্তে?

শান্তি। বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! প্যাটের ছ্যালে ভরিয়ে অ্যাসে পায়ে ধরতিছে, আর পা ঝিনকুটে ফেলতিছো? আক্কেল থাকলে এগুলো করে!

কালী। তুই কি বলছিস! দুর্জনের সাজা হওয়াই উচিত।

শান্তি। তুমি বাপের ভাই তাই বলতিছ, বাপ হলি আর এ কথা বলতি না। এরা দুর্জন, এদের সাজা দিতি চাও, কিন্তুক মনের পচা পাঁক উলটে দেখলে কেউ করুকে দুর্জন বলতোনি। তা আমরা মুরুখ্খু, আমরা আর তোমাদের কি বলবো!

কালী। তা আমাকে কি করতে বলিস?

শান্তি। শলা কর, কিসে বাঁচে তার একটা জোগাড় কর। দিনু সারজন কেস সাজাইছে যে ছোটবাবু মিথ্যামিথ্যি বৌঠাকুরুণেরে জেলে দেবার জোগাড় করেছিল, আর ম্যাজবাবু, উনি জোগাড় করে বৌ-ঠাকরুণেরে দাওয়াই বলে বিষ দেওয়ায়েছেল। দিনুরে ডেকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে থামায়ে দিলে থেমে যাবে এখন।

কালী। তোমরা কি তাই করতে বল?

যাদ   আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি দিনুকে ডাকলেই সব চুকে যায়

মাধ।   তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না।

কালী।   তোমাদের মন্তব্য এই যে ঘুষ দেব, মিথ্যা বলবো, মিথ্যা শেখাব। তা পারবো না। মিথ্যায় কখনও সুফল ফলে না। মাধব, যাদব, যদি তোমাদের নিজের নিজের দুষ্কর্ম আদালতে স্বীকার পাও, তা হলে আমি ভাল কৌন্সুলী দিয়ে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাব। তাতে না হয়, লাটসাহেবকে ধরবো। আমি স্বীকার পাচ্ছি—অর্থ, পরিশ্রম, সৎপরামর্শে যত দূর হয়, তোমাদের দণ্ড নিবারণের জন্যে সব করবো। কিন্তু মিথ্যার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না।

[প্রস্থান।

মাধ।   শান্তিরাম, সর্বনাশ হলো! কাকাবাবু তো কিছু করলেন না।

(দিনু ইনস্পেকটরের প্রবেশ)

দিনু।   মশায়দের আমার সঙ্গে আসতে হয়েছে।

শান্তি।   অ্যাঁ, ধরতি আইছো নাকি! হ্যাঁ দেখ সারজনবাবু, আমি ঘরদরজা ব্যাচে অ্যানে তোমারে পান খাতি দিচ্ছি, এ দুডো ছোঁড়ারে ছারান দ্যাও।

দিনু।   শান্তিরাম, আমার হাত নেই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তদারক করিয়েছেন, এঁদের গ্রেপ্তার করতে স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন।

মাধ।   যেদো, এই তো জেলে নিয়ে চললো,—আমাদের কি কেউ নেই রে যে রক্ষা করে?

যাদ।   দাদা, আমি আছি। তুমি ভেবো না, আমি তোমায় বাঁচাব। আমি বলবো যে আমি তোমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছিলুম, আমি বিষ দিয়েছি।

মাধ।   না যেদো চল, দুজনেই সত্যি কথা বলবো, অদৃষ্টে যা থাকে

তাই হবে। আজ কিন্তু একটি অমূল্য ধন পেলুম, সম্পদে ভাই খুইয়েছিলুম, বিপদে ভাই খুঁজে পেলুম।

যাদ। দাদা, জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তফাৎ করতে পারবে না।

(দু'জনে দুজনকে ধরিল)

দিমু। পুলিসের চাকরিতে রকম রকম দেখতে হয়! গোড়ায় ভাল বীজ পড়েছে, বোধ হয় অ্যাদ্দিনে কাঁটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। আসুন আপনারা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিন্দু বৈষ্ণবীর ঘর

সাতকড়ি, গণপতি ও হলধর।

গণ। রঙ্গি-মা আমায় পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তার অনিষ্ট যারা করতে চায় তাদের সঙ্গে, বিবেগ করুন, আজ এসপার ওসপার। যা থাকে কপালে।

হল। (সাতকড়িকে) তারা আসবে তো?

সাত। নিশ্চয় আসবে। শলাপরামর্শ হয়ে গেছে। আমি এক-জনকে বলেছি আটটার সময় আসতে, আর একজনকে বলেছি সাড়ে আটটার সময় আসতে।

হল। অবিশ্বাস করবে না তো?

সাত। একেবারেই না। তারা দুজনেই সন্ধান নিয়েছে যে এ রঙ্গিণীর বাড়ী। আর সিদ্ধেশ্বরবাবু তো সদর দোরের চাবি পেয়েই আহ্লাদে আটখানা।

হল। ব্যাটারা কি জোচ্চোর, কি পাজী! নিজেদের ভেতরও মিল নেই।

সাত। আরে মশাই, কৃষ্ণধনবাবু বলে সিদ্ধেশ্বরকে বোলো না, সিদ্ধেশ্বরবাবু বলে কৃষ্ণধনকে বোলো না। হ্যাঁ, ভাল কথা। দিনু-বাবুকে ঠিক করেছেন তো?

হল। হ্যাঁ। সে সব কথা শুনে রেগে লাল হয়ে আছে।

নেপথ্যে-কৃষ্ণধন। চাটুয্যে চাটুয্যে···

সাত। ঐ এসেছে। দোর খোলা আছে, আসুন,—আমি হলধর বাবুকে ডেকে আনছি।

[সাতকড়ি ও হলধরের প্রস্থান।

গণ। এই কাজটি আমার শেষ কাজ। এইটি আমার বংশের শেষ কীর্তি।

(কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

গণ। মশাই মশাই, এ ঘরে বসবেন না, এ ঘরে বসবেন না।

কৃষ্ণ। কেন? আমি এ বাড়ী দখল করেছি।

গণ। আজ্ঞে, এ পাগলা ঘর।

কৃষ্ণ। পাগলা ঘর কি?

গণ। ডাক্তার বাবু, বিবেক করুন গে, আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, আমি কৃষ্ণধন বসু এটর্নি-এ্যাট-ল।

গণ। তা ভটচায্যি মশাই, সরে আসুন, সরে আসুন, এখনি উন্মাদ ক্ষেপে উঠবেন।

কৃষ্ণ। পাগল না কি!

গণ। আজ্ঞা হ্যাঁ, এ ঘরেরি গুণ। পোদ্দারের পো, পালাই চল, পালাই চল।

কৃষ্ণ। তুমি সরে যাও, তা না হলে আমি তোমায় বাঁধিয়ে দেব।

[গণপতির প্রস্থান।

(সাতকড়ি ও হলধরের প্রবেশ)

সাত। মশাই, হলধরবাবু হলধরবাবু বলে হেদিয়েছিলেন, এই দেখুন।

কৃষ্ণ। হলধরবাবু, আপনি এ রকম করে বেড়ান কেন? আপনি অত বড় বিষয়ের আমমোক্তার, আপনার মামা চক্ষু বুজলেই শুনেছি আপনাকে সব দিয়ে যাবেন, আপনার কি এরকম ধুতি চাদর পরে বেড়ানো ভাল দেখায়?

হল। মশাই, আর লজ্জা দেবেন না, এই মেলটা এলেই ঠিক আপনাদের মত কালা সাহেব হয়ে বেড়াবো।

কৃষ্ণ। না, আমি আজই আপনার স্যুট কিনে দেবো, আপনার টাকা না থাকে আমি টাকা দিচ্ছি।

হল। মশাই, টাকার অভাব কি! এই সেদিন ছোটমামার বাকি খাজনার তুক্রোর টাকা এল, আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। এই কাল পঁচিশ লাখ টাকা সুদ এল, আমায় জলপানি দিলেন। আজ সকালে পাঁচ ক্রোর টাকা আবাদ কিনতে দিয়েছেন।

সাত। ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, এ কথা মিথ্যা বিবেচনা করবেন না।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, বাবু কে, চাটুয্যে কি গাঁজা খেয়েছ?

হল। উনি পাগল, ওঁর কথা ধরবেন না, ওঁর কথা ধরবেন না। এই মেলটা আসুক।

কৃষ্ণ। মেলটা আসুক কি?

হল। আমি বিলেতি পোষাক অর্ডার দিয়েছি, এই মেলে আসবে। আমার এ দেশী পোষাক পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। কি অর্ডার দিয়েছেন?

হল। দেড়শ ডজন সার্ট, পৌনে দুশ ডজন পেণ্টুলেন,—

কৃষ্ণ। ঠাট্টা করছেন ?

হল। আজ্ঞে না। আর পৌনে চারশ ডজন নেকটাই, স' পাঁচশ ডজন ষ্টীক, আর সাড়ে পাঁচশ ডজন ফ্ল্যাগ।

কৃষ্ণ। কি পাগলামো করছেন ?

সাত। আজ্ঞে না, সত্যি সত্যি দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। চাটুয্যে, কি তুমি বকছো ?

সাত। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ফ্ল্যাগ ফরমাস দিয়েছেন কেন ?

হল। আজ্ঞে, আপনাদের সঙ্গে মিশলে লাটসাহেব হব তো ? তখন বাড়ীর ওপর ওড়াবো।

কৃষ্ণ। (স্বগত) সব কি বলছে ! চাটুয্যে ব্যাটাও তো সায় দিচ্ছে দেখছি ! ওরা মদ খেয়ে এল নাকি ! এই তো বেশ ছিল।

হল। আর ধরুনগে ঘোড়া ফরমাস দিয়েছি বাইশ কাহন, গাড়ী ফরমাস দিয়েছি দশ পোণ, সইস ফরমাস দিয়েছি ন গণ্ডা, কোচম্যান ফরমাস দিয়েছি আড়াই গণ্ডা।

সাত। আজ্ঞে হ্যাঁ দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। অ্যাঁ ! একি সত্যি পাগলা ঘর নাকি ?

সাত। আজ্ঞে।

হল। আর উকীল ফরমাস দিয়েছি তিনটে, কৌন্সুলী ফরমাস দিয়েছি সাতটা।

কৃষ্ণ। চাটুয্যে, এও ফরমাস দিয়েছেন নাকি ?

সাত। আজ্ঞে হ্যাঁ দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। না বাবা পালাতে হলো, এদের বোধ হচ্ছে কোন বদমায়েসি মৎলব আছে।

নেপথ্যে—শাস্তিরাম। দীন্ দীন্, কেডা, দোর খোল, এর মধ্যি সাহেব আছে—খুন করবো। দীন্ দীন্, দোর খোল।

(নেপথ্যে নানা প্রকার শব্দ ও চীৎকার)

(গণপতির প্রবেশ)

গণ। সর্বনাশ করলেন, সর্বনাশ করলেন। এই রায়টের দিনে আপনি সাহেবের পোষাকে বাড়ী সেঁধিয়েছেন, ওরা টের পেয়েছে। তাই খুন করতে এসেছে ! আর পালাবেন কোথা ? এই শাড়ীখানা নিন, পাশের হাত-পা-ধোবার ঘরে গিয়ে লুকোন, তাড়াতাড়ি এই পোষাকের ওপরেই শাড়ীটা পরে ফেলুন। তবে যদি রক্ষে পান। (শাড়ী আনিয়া দিল)

নেপথ্যে-শাস্তিরাম। দীন্ দীন্। (চীৎকার ও শব্দ)

কৃষ্ণ। আর তো উপায় নেই।

[শাড়ী লইয়া কৃষ্ণধনের প্রস্থান।

গণ। এইবার তাকে চাই। সিদ্ধেশ্বরকে সিধে করব।

অপরদিকে নেপথ্যে—সিদ্ধেশ্বর। চাটুয্যে চাটুয্যে···

সাত। আজ্ঞে যাই।

[প্রস্থান।

হল। ঐ তিনি আসছেন।

গণ। হলধরবাবু, আসুন আমরা সরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মোগলের পোষাকে সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ। পিছনে সাতকড়ি)

সিদ্ধে। তিনি কোথায় ?

সাত। এইখানেই আছেন। আপনি বসুন।

সিদ্ধে। তাঁকে ডাকুন।

সাত। (নেপথ্যে চাহিয়া) আসুন।

নেপথ্যে-গণপতি (মিহিস্বরে)। আমি আলো থাকলে যেতে পারবো না।

সাত। মশাই, উনি বলছেন, আলো থাকলে আসতে পারবেন না।

সিদ্ধে। আচ্ছা, আলোটা না হয় কম করেই দিন না।

সাত। সেই ভাল, সেই ভাল।

(সাতকড়ির আলো কম করণ ও স্ত্রীলোকের বেশে গণপতির প্রবেশ)

গণ। বিবেক করুন গে, আপনি এসেছেন, আমার বড় সৌভাগ্য। চাটুয্যে তুমি সরে যাও, তুমি সরে যাও।

সিদ্ধে। ও বাবা, এ যে ভরাট মরদানা আওয়াজ। আপনার নাম রঙ্গিণী ?

গণ। আজ্ঞে না, মাতঙ্গিনী।

সিদ্ধে। ও বাবা এ কে রে! এ ত মদমত্ত মাতঙ্গিনীই বটে। আপনি কে ?

গণ। আজ্ঞে, আমি আমার মার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

সিদ্ধে। আপনার এই বাড়ী ?

গণ। আজ্ঞে আমার মার বাড়ী, মা আমায় দিয়েছেন।

সিদ্ধে। কালীকিঙ্করবাবুর উইল আপনার ঠেঁয়ে আছে ?

গণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিদ্ধে। আপনি আমায় দেখানা দিন।

গণ। যে আজ্ঞে, দেব। কিন্তু বাক্সর চাবিটা হারিয়ে গেছে।

সিদ্ধে। তা বাক্স ভেঙ্গে ফেললেই হবে।

গণ। আচ্ছা, আপনি যেমন বলেন, যখন আপনি আমার সঙ্গে আশনাই করবেন বলছেন।

সিদ্ধে। হুঁ হুঁ। তাতো বটেই—তাতো বটেই।

গণ। চাটুয্যে মশাই বললেন, আপনি আমায় রাস্তায় দেখেই মোহিত হয়েছেন।

সিদ্ধে। তাতো বটেই—তাতো বটেই।

গণ। তা আমি কি এতই সুন্দরী?

সিদ্ধে। আহা। চমৎকার—চমৎকার।

গণ। আপনি যে মোগোলের পোষাকে এসেছেন, ও পোষাক আমি বড় ভালবাসি। আমার মুখখানি দেখবেন?

সিদ্ধে। দেখবো বৈকি, দেখবো বৈকি!

গণ। তবে আলোটা ভাল করে জ্বালি।

(গণপতির তথাকরণ। সিদ্ধেশ্বর গণপতির মুখ দেখিয়া চমকাইল)

সিদ্ধে। ও বাবা! এ কে!

গণ। আমার মুখ দেখে আপনি মূর্চ্ছা যাবেন নাকি?

সিদ্ধে। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) না, না, তা কেন! উইল কোথায়, উইলখানা দিন।

গণ। এই বাক্সো নিন, আর এই দা দিয়ে বাক্সোটি ভাঙুন।

(গণপতি কাটারি আনিয়া দিল এবং একটি বাক্স আনিয়া সিদ্ধেশ্বরের সম্মুখে রাখিল, সিদ্ধেশ্বর দা দিয়া বাক্স ভাঙিতে লাগিল)

গণ। (স্ত্রীলোকের বস্ত্র ফেলিয়া) ওরে বাবারে, গেলুমরে, পাহারোলা, পাহারোলা, চোর—চোর।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। আরে চোর চোর,—হালারপুত শ্যাল ফাঁদে পড়েছে, হালারপুত শ্যাল ফাঁদে পড়েছে! মার—মার। (প্রহার)

সিদ্ধে। ও বাবা ও বাবা।

শান্তি। হালারপুত, তোবা বল।

সিদ্ধে। ও বাবা, আর এমন কাজ করবো না বাবা!

শান্তি। ভটচাজ, চিৎ করে ফেল—ওর মুয়ে দুটো লাথি মারি।

সিদ্ধে। পাহারোলা—পাহারোলা, খুন করলে—খুন করলে।

শান্তি। চোর—চোর, পাহারোলা, চোর—চোর।

(দিনু ইনস্পেক্টর ও পাহারালার প্রবেশ)

দিনু। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গণ। ও বাবা, এই মোগল ব্যাটা এই বাড়ীতে সেঁধিয়ে বাক্‌সো ভাঙ্গছে।

দিনু। বাঁধো।

গণ। আর বাবা, এদিকে এক ব্যাটা ছুটে গেছে।

দিনু। বটে, আচ্ছা দেখছি।

[প্রস্থান।

গণ। প্রাণনাথ, যেন বিদ্যাসুন্দরের পালা, বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ ও কোটাল কর্তৃক চোরধরণ। এখন মালিনী মাসীর সঙ্গে রাজদরবারে বেগে হাজির হওন।

(শাড়ী-পরা কৃষ্ণধন বসুকে লইয়া দিনুর পুনঃপ্রবেশ)

কৃষ্ণ। আমরা উকীল, জান? বেইজ্জত কোরো না। এ বাড়ী আমাদের। আমাদের কাছে বাঁধা ছিল, আমরা পজেশন নিয়েছি।

দিনু। তা মশাই, আমায় অপরাধী করছেন কেন? রেতের বেলায় একজন মোগলের পোষাক পরে, আর-একজন মেয়েমানুষ সেজে এসে আপনারা বাক্‌সো ভাঙ্গছেন। সহজ ব্যাপার নয়।

সিদ্ধে। মিষ্টার বসু, বড় ফল্‌স্‌ পোজিসনে ফেলেছে।

গণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ফেলেছে।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। দিনুবাবু! এ কি?

দিনু। আজ্ঞে—

কৃষ্ণ। মশাই, শুনেছি আপনি মহৎ লোক, আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমি মাধববাবুর এবং ইনি যাদববাবুর এটর্নি। সমস্ত সম্পত্তি অল্প টাকায় মর্টগেজ লিখে নিয়েছি। তারপর চাটুয্যে সংবাদ দিলে, আপনার দাদার উইল রঙ্গিণীর কাছে আছে। ঐ চাটুয্যেই বলেছিল যে কিছু টাকা খরচ করলে রঙ্গিণী সে উইল দেবে। তারপর এদেরই কৌশলে এখন এই স্ত্রীলোকের বেশে পুলিসে ধরা পড়েছি।

সিদ্ধে। আমিও ওই একই ভাবে প্রতারিত হয়েছি। শুনেছিলুম মোগলের পোষাকে রঙ্গিণীর বড় সখ, তাই আমি মোগলের পোষাকে এসেছিলুম।

কৃষ্ণ। মশাই, আমি সমস্ত কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একরার দিতে রাজী আছি যে, মিথ্যা করে ভুলিয়ে নিয়েছি। আমাকে রক্ষা করুন।

সিদ্ধে। মশাই, আপনি যা বলবেন আমিও তাই করতে প্রস্তুত আছি।

কালী। দিনুবাবু, যদি চোর গ্রেপ্তার করে থাকেন, তা হলে সকলকে গ্রেপ্তার করুন। আমি চার্জ দিচ্ছি যে এঁরা চোর ডেকে এনে ধরিয়ে দিয়েছেন, যদি চুরি হয়ে থাকে ত এঁরা তার অংশী।

দিনু। বোস মশাই, আমায় মার্জনা করবেন। রঙ্গিণীকে আমি ভগ্নী অপেক্ষা স্নেহ করি। তার প্রতি অত্যাচার হবে শুনলুম, তাই রাগে আমি এই কাজে সহকারী হয়েছি। আমি এঁদের ছেড়ে দিলুম, এঁরা যেতে পারেন। বোস মশাই নমস্কার!

[প্রস্থান।

(অপরদিক দিয়া রঙ্গিণীর দ্রুত প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটদা, আমি বিদায় নিতে এসেছি, আমি চল্লুম। বড়-মা, পথে পথে বেড়াচ্ছেন, আমার মন বলছে—অনাহারে বেড়াচ্ছেন,

হয়তো কোথাও মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছেন, আমি আর থাকতে পাচ্ছিনে। —আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

কালী। যাও, রঙ্গিণী যাও। আমারও কাজ ফুরিয়েছে, আমিও যাই।

[প্রস্থান।

সাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। (কৃষ্ণধনের দিকে ফিরিয়া)আমোদ হলো না, (সিদ্ধেশ্বরের দিকে চাহিয়া) আমোদ হল না, (দর্শকের দিকে চাহিয়া) আমোদ হল না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীকিঙ্করের ল্যাবোরেটরি

হলধর।

হল। (পায়চারী করিতে চাহিতে) পাপের বিচি, বটগাছের বিচির বাবা। চাটুয্যেকে ধোঁকা দিতে পাপের বিচি পুঁতলুম, দেখতে দেখতে দিব্যি ফলেফুলে দিগ্ব্যাপী সাজন্ত গাছটি হয়ে উঠেছে! মামার নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, শোয়া নেই—দিনরাত পাগলের মত বেড়াচ্ছেন। বড়বৌদি হয়ত রাস্তায় পড়ে মরেছেন! দুই ভাই বিবাগী। বেশ হয়েছে। দিব্যি অট্টালিকায় আমোদ করে বেড়াও। আবার মজা দেখ, বিন্দি বৈষ্ণবীও মায়ে ঝিয়ে নিরুদ্দেশ। তা বেশ হয়েছে!

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। হ্যাঁদে খোকাবাবু, কার সাথি বক্‌তিছ?

হল। বকছি কই! আমোদ করছি তো!

শান্তি। খোকাবাবু! আর অষ্ট প্রহর খেদ করে করবা কি?

হল। না, আর খেদ নয়—ঠিক কথা। আমার শ্রীকৃষ্ণ অংশে জন্ম, মাতুল বংশ নির্মূল করলুম।

শান্তি। খোকাবাবু, তুমি তো যা করবার তা করতিছ। তেনাদের সন্ধানে লোক পেঠিয়েছ, আপনি ঘুরতিছ, ছোটমামার সেবা করতিছ। আর কি করবা!

হল। তা তো বটেই। আর কী করব। ছোট মামা কোথায়?

শান্তি। তিনি সারাটা বাড়ি বেড়িয়ে বাগানে গিছলেন। ওই যে, এই দিকেই আসতিছেন।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। চিন্তা! চিন্তা! চিন্তা! চিন্তাস্রোত কালস্রোতের মতো চলেছে। অনিবার্য অবিরাম গতি। এই স্রোতের নাম জীবন।

শান্তি। ছোটকর্তা, শুতি যাবা না; তোমার আবার বাইয়ের ধাত। না ঘুমুলে অসুখ করবে।

কালী। শান্তে, অনেক চেষ্টা করেছি। আর আমার বাঁচবার সাধ নেই। জীবনের চরম সীমা কি বুঝতে পারলাম না।—মানুষের জীবনের পরিণামই বা কি?

শান্তি। দেখ ছোটকর্তা, অমন যক্কট-মক্কট ভেবো না। বরাত ছাড়া তো পথ করতি পারবা না। যার চারা নেই, তার সঙ্গে দাঙ্গা করে কি করবা?

কালী। আমি তো ভাবতে চাই নে, আমায় ভাবায়। আমি স্থির হতে চাই, শান্তি চাই, কিন্তু অশান্তির সাগর উথলে ওঠে। অদ্ভুত ব্যাপার।

শান্তি। ছোটকর্তা, একটু বুক বাঁধো।

কালী। হলধর।

হল। আজ্ঞে।

কালী। হলধর, জানো কি? এইখানে মাঠ ছিল, আমি বাড়ির নকসা করি, দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে তিনমহল বাড়ি করেছি। তিনজন ভাইপো, এক একজন এক এক মহলে থাকবে। পুজোর মহল, অতিথশালা, আমার আলাদা মহল, দাদার আলাদা মহল। দেখে এসো, সব পড়ে রয়েছে, খাঁ খাঁ করছে। কেউ নেই। কেবল আমি একা দাঁড়িয়ে আছি।

শান্তি। তেনারা কনে যাবে? সব ফিরে আসবে। ভাবতিছ ক্যানে!

কালী। আমার বিবাহ নিয়ে বড়বৌঠাকরুণের সঙ্গে ঝগড়া হয়। তিনি আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন বলে আমি সাতদিন তাঁর কাছে খেতে যাই নি। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম আমার ইন্দ্রের মতন তিন ভাইপো রয়েছে, আমার ভাগনে রয়েছে, আমার জলজলাট সংসার— আবার বে করে কেন সংসারী হব। সে কথা আমার মনে রয়েছে। স্মৃতির ভেতর জলছে।

শান্তি। ছোটকর্তা, কেন আর চাপা আগুণ উটকে তুলতিছ—একে তোমার চার দিকে জ্বালা!

কালী। হলধর, কাঁদছ! কাঁদো। যতদিন কাঁদতে পারো, কাঁদো। আমার চোখে জল নেই, শুষ্ক নীরস শাখাশূন্য বজ্রাহত গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

(কালীকিঙ্কর শক্ত সটান হইয়া উর্ধ্বনেত্রে স্তব্ধভাবে
দাঁড়াইয়া রহিলেন)

হল। (কাছে গিয়া) ছোট মামা!

কালী। অ্যাঁ। ও, আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, আমি এখানেই বিশ্রাম করব। অসুস্থ বোধ করছি।

হল। শরীর খারাপ লাগছে?

(কালীকিঙ্কর মাথা নাড়িলেন)

হল। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনবো?

(কালীকিঙ্কর হাসিলেন)

কালী। ডাক্তার? হ্যাঁ, ডাক্তার খবর দিয়েছে। এখনি হয়ত আসবে। তোমরা যাও। আমি এখানে একটু বসি।

[হলধর ও শান্তিরামের প্রস্থান।

(কালীকিঙ্কর ইজিচেয়ারে বসিলেন)

কালী। To be or not to be,
that's the question.

Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune,

or to take arms against the sea of trouble, and by opposing end them.. ...

(মাধব ও যাদবের প্রবেশ)

মাধব। কাকাবাবু, কাকাবাবু, হাকিম আমাদের খোলসা করে দিয়েছেন।

যাদব। একদিন জেলে ছিলুম। তা আমাদের কোন কষ্ট দেয় নি।

কালী। আমি সব জানি, ম্যাজিস্ট্রেটের কৃপায় তোমরা খোলসা পেয়েছো।

মাধব। কাকাবাবু, আমরা আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

কালী। কোথায় যাবে?

যাদব। কোথায় যাব জানি না। তবে বৌদিদিকে খুঁজবো। যদি ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারি তাহলেই ঘরে ফিরবো। নইলে আপনার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা!

কালী। নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য প্রায়ই বিফল হয় না। তোমাদের আশীর্বাদ করি। তোমাদের যাত্রা সফল হোক।

[মাধব ও যাদব কালীকিঙ্করের পায়ের ধূলা লইয়া চলিয়া গেল।

কালী। মমতা, তুমি দূর হও, আর তোমায় হৃদয়ে স্থান দেব না। যদি না যাও, আর আমায় আলোড়িত করতে পারবে না। এখনও মনে হচ্ছে, আমার বাড়ি, আমার বিষয়, আমার বৌমা, আমার ভাইপোরা, আমার রঙ্গিণী। আজ থেকে সে ভাবনা দূর হল, আমার বলা শেষ হল। বিদ্যার গৌরব, ধর্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব—কথার গৌরব মাত্র। নিষ্ফল, কাকবিষ্ঠা! জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ, মরণে দুঃখ।

(ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া দিলেন। ক্ষণেক পরে)

হলধর! শান্তিরাম! কেউ নেই! কে যেন ডাকছে! কে? ডাক্তার এলো বুঝি!

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোড়দা!

(কালীকিঙ্কর চমকিত হইলেন)

কালী। কে?

রঙ্গি। ছোড়দা, আমি!

কালী। ও, তুমি। কি বলছ?

রঙ্গি। শিগগির ওঠ। চল। বড়মার দেখা পেয়েছি। তিনি গঙ্গার ধারে, মৃত্যুশয্যায়।

কালী। সম্ভব।

রঙ্গি। সম্ভব কি বলছ? আমি দেখে এসেছি। ছোটবাবু, মেজ-বাবু, মা, সবাই সেখানে আছেন। তুমি শিগগির চল। নচেৎ দেখা হবে কি না বলতে পারি না।

কালী। তোমার ইচ্ছে হয় ফিরে যাও। আমি যাব না।

রঙ্গি। কি বললে? একথা তোমার মুখে শুনতে হল! এ কী নিষ্ঠুর কথা বললে তুমি? আমার কথা তুমি কি বুঝতে পারো নি?

(কালীকিঙ্কর সোজা হইয়া বসিলেন। দুই চোখে ঘোলাটে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি)

কালী। বড়বৌমা মৃত্যুশয্যায়, এই তো বলছ? তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু তুমি কি আমার কথা বোঝো নি? আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় অনেকবার বসেছি, অনেকবার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি, আর দেখবার সাধ নেই।

রঙ্গি। কি বলছ! হয়ত তিনি তোমায় দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন। কি যেন খুঁজছেন, কি যেন দেখছেন, যেন কার আসবার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। শিগগির এসো, আর দেরী কোরোনা।

কালী। আমার শক্তি নেই, মন নেই, সে মানুষ আর আমি নই। আমার কেউ নেই। আমি কারুর নই।

রঙ্গি। তোমার কথা সত্যিই বুঝলুম না। মুমূর্ষু মানুষের সেবা করতে তোমায় দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোমায় উদ্যত দেখেছি, জীবজন্তুর যন্ত্রণায় তোমায় ব্যাকুল হতে দেখেছি। সেই তুমি আজ এ কী বলছ! এ কী বিপরীত। যে বড় বৌমার দুঃখে তুমি আজীবন দুঃখিত, তিনি আজ মৃত্যুশয্যায়, আর তোমার মুখে এ কী কথা শুনছি। কেমন করে তুমি স্থির হয়ে আছ? এ কী বিপরীত। তুমি না আমায় শিখিয়েছো, জীবন সুখের জন্যে নয়—জীবন সাধনের জন্যে? তুমি তোমার কথা ভুলেছো, কিন্তু তোমার উপদেশ আমি ভুলি নি।

(রঙ্গিণীর কথার শেষ দিকে কালীকিঙ্কর অস্থির বোধ করিতে
লাগিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সারা
দেহ যেন কী এক অব্যক্ত উত্তেজনায়
আলোড়িত হইতে লাগিল।)

কালী। জীবন সুখের জন্যে নয়, জীবন সাধনের জন্যে। সারা

জীবন সে কথা বলেছি, সারা জীবন পরের সেবা করেছি। সবাইকে উপদেশ দিয়েছি, পরের উপকার কর। কিন্তু ফল কি পেলাম ?

রঙ্গি। ও কি! অমন উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন ?

কালী। জীবনভর বিজ্ঞানের চর্চা করেছি, সারা রাত জেগে আকাশের তারার গতি লক্ষ্য করেছি, জীবন উপেক্ষা করে নানা বিপদজনক পরীক্ষা করেছি আর সেই সব পরীক্ষার ফলাফল খাতার পর খাতায় লিখে রেখেছি। ভেবেছিলাম, সেই সব কথা লোকে জানলে মানুষের উপকার হবে। মানুষকে ন্যায় আর নীতির পথ দেখাবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলাম, মানুষ জীবনের মূল্যবোধ উপলব্ধি করবে। কিন্তু আজ বুঝেছি, সব বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম।

রঙ্গি। ছোড়দা, অমন অস্থির হয়ো না। বস। ছোড়দা, ছোড়দা।

(রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে ধরিয়া ইজিচেয়ারে বসাইয়া দিল)

কালী। মানুষের কাছে আমার সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হল। আমার আদর্শ ধুলোয় মিশিয়ে গেল।

রঙ্গি। না, ছোড়দা, তোমার আদর্শ, তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে না। আজকের মানুষ তোমায় না বুঝুক, অনাগতকালের যাত্রীরা তোমার আদর্শকে স্বীকার করবে, তোমার পথ ধরে চলবার চেষ্টা করবে, জীবনের মূল্যবোধ ভুলবে না।

কালী। রঙ্গিণি! সে বিশ্বাস আমার আর নেই। বড়বৌমা মৃত্যুশয্যায়। আমার জীবনের সমস্ত সাধনাও ব্যর্থ হয়ে মরে গেল। তবে আর কেন! আলো নিবিয়ে দাও। Put out the lights and then put out the light—আলো নিবিয়ে দাও। আ-লো নি-বি-য়ে দা-ও।

॥ যবনিকা ॥

প্রথম অভিনয় : ৪ঠা পৌষ ১৩০৪

ষ্টার থিয়েটার

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা অভিনেত্রী

কালীকিঙ্কর	...	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মাধব	...	...	স্বরেন্দ্রনাথ মিত্র (ফটাই)
যাদব	...	...	কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায়
হলধর	...	...	স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
সাতকড়ি	...	...	হরিচরণ ভট্টাচার্য
শান্তিরাম	...	...	নটবর চৌধুরী
গণপতি	...	...	অক্ষয়কালী কোঙর
কৃষ্ণধন	...	...	ননীলাল দত্ত
টি. রে	...	...	উপেন্দ্রনাথ মিত্র
ডাক্তার ডি	...	...	হীরালাল দত্ত
ডাক্তার গুঁই	...	...	জীবনকৃষ্ণ সেন
সিদ্ধেশ্বর	...	...	যোগেন্দ্রনাথ বসু
দীনু	...	...	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী
অন্নপূর্ণা	...	...	তারাসুন্দরী
বিন্দু	...	...	নগেন্দ্রবালা
রঙ্গিণী	...	...	নরীসুন্দরী